মুকাশিফাতে আয়নিয়া

হযরত মোজ্জাদ্দেদে আলফে সানি (রহঃ)

মুকাশিফাতে আয়নিয়া

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.
সংকলক-খাজা মোঃ হাশেম কাশমী র.

মুকাশিফাতে আয়নিয়া

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.
অনুবাদঃ ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

হাজার বছর পরে সে হিলাল উঠেছিল জেগে
হিন্দী বোত-খানা ফুড়ে’ নিখিল বিশ্বের কূলে কূলে,
অগণন মিথ্যাচারে নমরুদের সাজানো পুতুলে
বিপুল আঘাত হেনে লক্ষ সমুদ্রের প্রাণাবেগে
কোটি শুষ্ক গুলিস্তানে এনেছিল জোয়ার আবেগে
মুক্ত প্রাণধারা!- তারে পারেনি রুধিতে কারা দ্বার;
সেলিমের শিরস্ত্রাণ ধূলায় হ’য়েছে একাকার
মুক্তপ্রাণ সাধকের সত্যের দুর্জয় স্রোতাবেগে!

প্রজ্ঞার তরঙ্গ জাগে সে অগাধ সমুদ্রের বুকে
(সিরহিন্দ উপল পথে উঠিল যা একদা বিচ্ছুরি)
মোছেনি সে প্রাণ-ধারা আঘাতে, ব্যথায়; তিক্ত দুখে!
পারেনি থামাতে তারে অহঙ্কারী মোগলের ছুরি।
তৌহিদের সত্যে দীপ্ত পরিপূর্ণ সেই মুক্ত রবি
হাজার বছর পরে এনেছিল মদীনার ছবি।

—ফররুখ আহমদ
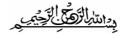
আলহামদুলিল্লাহ্। **'মুকাশিফাতে'** আয়নিয়া আবার প্রকাশিত হলো। আল্লাহ্পাক এই মূল্যবান গ্রন্থখানির ব্যাপক প্রসার ঘটান আল্লাহুম্মা আমিন।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. শুধু সংস্কারক নন। সংস্কারকদের নেতা। তাই তাঁর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন ও অনুশীলন করা সত্য দ্বীনের খাদেমগণের জন্য একান্ত জরুরী। অথচ পরিতাপের বিষয়— এই মহান মোজাদ্দেদের অন্তর্ধানের পরে তাঁর শিক্ষা ধারা থেকে মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমশঃ দূরেই সরে যাচ্ছে। ফলে সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদী স. আজ গোত্রগত কোন্দলের পঙ্কে নিমজ্জমান। অবলীলাক্রমে এই ফেতনার নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে দুনিয়াদার আলেম (ওলামায়ে ছুঁ), ভণ্ড সুফী এবং দুনিয়াদার রাষ্ট্রনায়কগণ।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে গেলে খালেস দ্বীনের পাবন্দ হবার সাধনায় সবাইকে নিয়োজিত হতেই হবে। শরীয়তে মোহাম্মদী স. এর পুরাপুরি পাবন্দ হওয়া ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু কোন প্রক্রিয়ায় শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ হওয়া যায়— সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা স্বচ্ছ হওয়া একান্ত জরুরী। আর এখানেই শরীয়ত সম্পর্কে হজরত মোজাদ্দেদে আলফে সানি র. এর ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া দরকার। তিনি বলেন, তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে শরীয়ত—১. এলেম ২. আমল এবং ৩. এখলাস (বিশুদ্ধ নিয়ত)। এই এখলাসই এলেম ও আমলের তথা শরীয়তের প্রাণ। দ্বীনের এই প্রাণপ্রবাহ স্থায়ীভাবে অন্তরে জারী রাখবার জন্যই সুফিয়ানে কেরামের মধ্যে প্রচলিত যে কোনো তরিকায় দাখিল হতে হয়। আর একথা অনস্বীকার্য যে, যাবতীয় তরিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সহজ এবং যুগোপযোগী তরিকা হচ্ছে তরিকায়ে খাস মোজাদ্দেদিয়া।

প্রতি বারের মতো এবারও আমরা এই সুউচ্চ তরিকায় দাখিল হবার জন্য প্রকৃত আল্লাহ্ অন্বেষণকারীদেরকে আহ্বান জানাই। শুধু তরিকার জন্যই তরিকা নয়— শরীয়তের অবিচ্ছেদ্য উপাদান 'এখলাস' অর্জনের জন্যই তরিকা— একথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আম খাস সকলের জন্যই তরিকা গ্রহণ জরুরী। আর বিংশ শতাব্দীর এই জটিলতা জীবন যাত্রায় দ্বীনের পথে দৃঢ়তা লাভ করতে গেলে খাস মোজাদ্দেদিয়া তরিকায় কোনো বিকল্প নেই।

এখনো কি আমাদের বোধোদয় ঘটবে না? এখনো কি আমরা আমাদের তরিকা বিমুখ আলেম সম্প্রদায়, পীরি-মুরিদি ব্যবসা বিস্তারে রত সুফী সম্প্রদায়, ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনায়কগণ এবং সমাজের সর্বস্তরের জনতাকে এই উদাত্ত আহ্বানের প্রতি সাড়া দিতে দেখতে পাবো না?

আল্লাহ্পাকই সত্যকে সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমরাতো তাঁরই জন্য এবং তাঁরই প্রতি আমাদের প্রত্যাবর্তন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া।

তৃতীয় প্রকাশের প্রাক্কালে কিছু কথা বলতেই হচ্ছে। কথা হচ্ছে এই যে, কথা বলতে বলতেই কেটে যাচ্ছে আমাদের সময়। কাজ কোথায়? যদিও কাজ হয়- কিন্তু তাতে পরিশুদ্ধতা দুর্ণিরীক্ষ্য। এখলাস অনুপস্থিত। এ জামানার অধিকাংশ আলেম এখলাস অন্বেষণের প্রচেষ্টায় উদাসীন। প্রকৃত এখলাস যে পীর আউলিয়াগণের প্রবর্তিত তরিকায় সুলুক ব্যতীত সম্ভব নয় একথা হয়তো কেউ জানেন। কেউ জানেন না। কেউ জেনেও মানেন না। এর মূল কারণ সূক্ষ্ম অথবা অসূক্ষ্ম প্রবৃত্তিপরায়ণতা। পূর্ববর্তী জামানায় জাহেরী এলেম থেকে অবসর পাবার পর কামেলে মোকাম্মেল পীর মোর্শেদের অধীনে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন হবার নিয়ম প্রচলিত ছিলো। যার ফলে আল্লাহ্‌র অলিগণের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও সংসর্গে হাজার হাজার আউলিয়ার বিকাশ ঘটতো। মনে রাখতে হবে ঐ সমস্ত আউলিয়াগণের মাধ্যমেই এই ভূখণ্ডের বিশাল জনগোষ্ঠী পেয়েছে ইমান ও হেদায়েত।

দুঃখজনক হলেও একথা না বলে উপায় নেই যে, আমাদের হাজার হাজার মাদ্রাসা, আলেম থাকা সত্ত্বেও দ্বীনি দৈন্য ঘুচছে না। আধ্যাত্মিক বৈভব বিবর্জিত ওলামায় ভরে যাচ্ছে দেশ। পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাব তাঁদের বুকে অনড় পাথরের মতো বসে আছে। আর এই সুযোগে কাদিয়ানি ও মওদুদীরা প্রকাশ্যে ময়দানে নেমে বিভ্রান্ত করছে মানুষকে। কিন্তু ওলামারা নিশ্চুপ। কেউ কেউ কিতাব লিখেছেন বটে, কিন্তু মুখে বলতে নারাজ। জুমআর সমাবেশে ওয়াজ মহফিলে মানুষ তাদের প্রিয় আলেমগণের হুঁশিয়ারী না পেয়ে মওদুদীদেরকে জায়গা করে দিচ্ছে আমাদের মসজিদে, মাদ্রাসায়, সমাজে। উজ্জ্বল ব্যতিক্রম যে নেই— তা নয়। কিন্তু তা প্রচণ্ড খরায় সামান্য বৃষ্টিবিন্দুতুল্য। আমরা কি এ দীনতা কাটিয়ে উঠবো না? আধ্যাত্মিকতার (এলমে মারেফতের) বিরানপ্রায় বাগানে ফিরে আসবো না? আল্লাহ্‌তায়ালার আইন শিখবো শুধু? তাঁর প্রেমান্বেষী হবো না? তুষ্ট থাকবো কেবল তালেবে এলেম হয়ে? তালেবে মাওলা হবো না?

বিচিত্র বৈভবের সমাবেশ **'মুকাশিফাতে আয়নিয়া'** গ্রন্থটিতে। আধ্যাত্মিক পথিকবৃন্দের এ সমস্ত জেনে রাখা উচিত। মনে রাখতে হবে পড়লেই জানা পূর্ণ হয় না। আপন পীর মোর্শেদের ঘনিষ্ঠ সংসর্গে আসতে হবে। তাঁর নির্দেশনাও পুরোপুরি পালন করতে হবে। আর এই নিয়মেই দ্বীনের জ্ঞান শ্রুতি থেকে, বাক্য থেকে, মস্তিষ্ক থেকে বুকে এসে অক্ষয় অবস্থান গ্রহণ করবে। বক্ষ সম্প্রসারণের (শরহে ছুদুর) এর নেয়ামত এভাবেই অর্জন করা সম্ভব।

সকল প্রশস্তি বেনেয়াজ জাত পাকের জন্যই। অপরিমেয় দরূদ ও সালাম মহানবী মোহাম্মদ স., তাঁর পরিবার পরিজন, বংশধরবৃন্দ, সহচর সমাজ এবং আউলিয়া কেরামের প্রতি। আমিন।

ওয়াস্ সালাম।

মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ
হাকিমাবাদ খানকায়ে মোজাদ্দেদিয়া
হাকিমাবাদ, ভুঁইগড়, নারায়ণগঞ্জ।

আমাদের প্রকাশিত বই

তাফ্সীরে মাযহারী (১–১২) মোট ১২ খণ্ড।
মাদারেজুন্ নবুওয়াত (১-৮) মোট ৮ খণ্ড
মাক্বমাতে মাযহারী
মাআরিফে লাদুন্নিয়া
মাব্দা ওয়া মা'আদ

মকতুবাতে মাসুমীয়া (১-৩) মোট ৩ খণ্ড
নকশায়ে নকশ্বন্দ ◆চেরাগে চিশ্তী ◆বায়ানুল বাকী
জীলান সূর্যের হাতছানি ◆নূরে সেরহিন্দ ◆কালিয়ারের কুতুব ◆প্রথম পরিবার
মহাপ্রেমিক মুসা ◆তুমিতো মোর্শেদ মহান ◆নবীনন্দিনী

আবার আসবেন তিনি
সুন্দর ইতিবৃত্ত ◆ফোরাতের তীর ◆মহাপ্লাবনের কাহিনী
দুজন বাদশাহ্ যাঁরা নবী ছিলেন ◆কী হয়েছিলো অবাধ্যদের

THE PATH
পথ পরিচিতি ◆নামাজের নিয়ম ◆রমজান মাস ◆ইসলামী বিশ্বাস
BASICS IN ISLAM ◆মালাবুদ্দা মিনহু

সোনার শিকল
বিশ্বাসের বৃষ্টিচিহ্ন ◆সীমান্তপ্রহরী সব সরে যাও
তৃষিত তিথির অতিথি ◆ভেঙে পড়ে বাতাসের সিঁড়ি
নীড়ে তার নীল ঢেউ ◆ধীর সুর বিলম্বিত ব্যথা

মুকাশিফা-এক

ইহা হজরত খাজেগানে কাদ্দাসাল্লাহু আসরারুহুমদের উচ্চতরিকার বর্ণনা। তোমার জানা আছে যে, তাঁহাদের তাওয়াজ্জোহ্ একটি খাস তাওয়াজ্জোহ্। বস্তুতঃ এমতাবস্থায় ইসতিহলাক[১] ও ইযমিহলাল[২] কবুল করাকে জজবা[৩] বলে। আর এই জজবা উহার বুলন্দ মরতবার কারণে অন্য কোন জজবাতের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখে না এবং উহার সম্পর্ক নুকতাহে-দায়েরাহে-গায়েবের[৪] সহিত পরিপূর্ণরূপে সামঞ্জস্যশীল। কেননা নুকতাহ[৫] হইল নিহায়াতুন-নিহায়াহ[৬] এবং কাবেলিয়াতে জামে'আর[৭] মনশাই তা'আয়য়ুন- যাহার অর্থ হইল তা'আয়য়ূন-ই-মোহাম্মদী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া-সাল্লাম এর সহিত সম্পৃক্ত। আর এই কারণেই বলা যায়, এই তরিকায় নিহায়েত[৮] বিদায়েতের[৯] মধ্যে নিহিত। আর এই জন্য এই মজবুত তরিকার আকাবিরদের[১০] সায়ের ফিল্লাহ[১১] অর্জিত হওয়ার পর, সীমাহীন উন্নতি হাসিল হইয়া থাকে। তাঁহাদের এই পিপাসা কখনই প্রকাশ পায় না এবং তাঁহারা ঐ বিন্দুর মধ্যে ফানা ও বিলীন হইয়া যান। বরং এমতাবস্থায় তাঁহারা স্বীয় যোগ্যতা অনুসারে বাকার (অস্তিত্বের) সৃষ্টি করেন। আর এই নুকতায় পৌঁছানোর জন্য বেলায়েতে মোহাম্মদী (সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) এর সহিত সম্পর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন এবং এই নুকতায় স্থির থাকার অর্থই হইল- সর্বসাধারণকে সত্যের দিকে আহবান করা। এই মাকামে উহার পরিপূর্ণ উত্তরাধিকারীগণ তাঁহাদের অনুসরণের যোগ্যতানুসারে ফানা ও বাকার (অস্তিত্বের ও অনস্তিত্বের) অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা অন্যান্য সালেকদের বিপরীত পথ, কেননা তাঁহাদের সুলুক (গমনের পথ) জজবার পূর্বে অবস্থিত অথবা এই জজবা ছাড়া অন্য কোনরূপ জজবা তাঁহাদের সুলুকের পূর্বে নিহীত। আর তাঁহারা যখন এই সুলুকের শেষপ্রান্তে উপনীত হন, তখন তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার স্থবিরতার সৃষ্টি হয়, যাহা

---

১. নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করা, ২. নিজের স্বকীয়তাকে মিশ্রিত করা, ৩. আকর্ষণ. ৪. অদৃশ্য বৃত্তের বিন্দু, ৫. বিন্দু ৬. চরম শেষাবস্থা, ৭. পূর্ণ যোগ্যতার, ৮. সর্বশেষ অবস্থা, ৯. প্রাথমিক অবস্থা, ১০. নাম করা অগ্রপথিক, ১১. আল্লাহ্‌র গুণাবলীর মধ্যে ভ্রমণ।

তাঁহাদিগকে ঊর্ধ্বগমন হইতে বিরত রাখে। এই জন্য হজরত আমীর আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সুলুক শেষ করিয়া ফানা ও বাকা হাসিল করিয়াছিলেন। উহার পর তিনি এই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মায়ীয়াতে-জাতীয়ার (আল্লাহ্‌র জাতের) রাস্তায় নুকতাহে নিহায়েতে বা শেষ বিন্দুতে পৌঁছিয়াছিলেন। যদিও ইহার সালেকে মজজুবগণ, মজজুবে সালেকদের[১] চাইতে অধিক উত্তাপ ও জ্বালার অধিকারী হয়, তবুও এই তরিকার সালেকগণ মজজুবদের মর্তবায় পৌঁছিতে সক্ষম হন না। কেননা, ইহা জজবার[২] সহিত সম্পৃক্ত। এই জন্য অন্যান্য সিলসিলার অলিগণ ফানা ও বাকা[৩] লাভের পর এই মরতবা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অবশ্য কিছু লোক এই মরতবা লাভের পরেও সেমা ও নাগমার (নাচ-গানের) প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন এবং ইহা দ্বারা উন্নতিও লাভ করেন। অপরপক্ষে এই তরিকার সালেকগণ কেবলমাত্র জজবায়ে-এলাহীর (আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ) দ্বারাই উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। কেননা এখানে সিফাত ও রংয়ের আধিক্য নাই, যদ্‌দ্বারা উন্নতি করা যায়। বরং জজবাই এখানে প্রবল, যাহা অতি দ্রুত আকর্ষণ করিয়া থাকে। আর এই জজবা সর্বশেষ বিন্দুর সহিত সম্পর্কিত। এই সিলসিলার কোন কোন বুজর্গ অলি এই মাকামে (স্থানে) উপনীত হইয়া উহার রংয়ে রঙিন হইয়াছেন। আর শেষ পর্যায়ে যাহা হাসিল হয়, তাঁহারা উহা এখানেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

হজরত কুতুবুল মুহাককিকীন নাসিরুদ্দিন খাজা ওবায়দুল্লাহ যিনি খাজা আহরার র. হিসাবে প্রসিদ্ধ, এই জজবার মাকামে নিহায়েত এর (সর্বশেষের) নূর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহা তাঁহার জীবনী আলোচনাকালে বর্ণিত হইবে। এইরূপে এই

১.যিনি তরিকতের পথে পূর্ণতা প্রাপ্ত অলি, তাঁহাকে মজজুবে-সালেক বলে এবং ইহার নিম্ন পর্যায়ের অলিকে সালেক-মজজুব বলে।

২. জজবাঃ সালেকগণের লতীফাগুলি উপরের দিকে ধাবিত হইয়া আরশের উপরিস্থিত স্ব স্ব মূল স্থানে উপনীত হয়। ইহাকে জজবা বা আত্মিক আকর্ষণ বলে। উক্ত জজবা মোর্শেদ বা অন্য কোন নবী অলির পক্ষ হইতে হইয়া থাকে। উক্ত প্রকার জজবার দ্বারা শত বৎসর ব্যাপী পরিশ্রমের পথ এক নিমেষে অতিক্রম করা সাধকের জন্য সহজ হইয়া থাকে। নকশবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া তরিকার প্রারম্ভেই এই জজবা লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যবীত অন্যান্য তরিকায় সাধনার শেষ পর্যায়ে এই জজবা লাভ হয়।

৩. সৃষ্ট বস্তুসমূহের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান পূর্ণরূপে তিরোহিত হইবার পর আল্লাহ্‌পাক সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ এই অবস্থাকে ফানা বলে। আর বাকা বলে আল্লাহপাকের এসেম, সিফাত, গুণাবলীর মূল ও পবিত্রতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া যাহা আকার ইংগিতে বা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

তরিকার কোন কোন বুজর্গ অলি যাঁহারা সুলক[১] সমাপ্তির পর বেলায়েত[২] শাহাদাত[৩] ও সিদ্দিকিয়াতের[৪] দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা সর্বশেষ বিন্দুতে উপনীত না হইলেও উহার নূর তাঁহাদের অন্তরকে আলোকিত করিয়াছে। যাহার ফলে তাঁহাদের আত্মিক দর্শন পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। জজবার এই সম্পদ লাভের পর তাঁহারা সুলুক এখতিয়ার করিয়াছেন। যাহার ফলশ্রুতিতে তাঁহারা দীর্ঘ রাস্তাকে নিমেষের মধ্যে অতিক্রম করিয়া মনজিলে মকছুদে (গন্তব্যস্থানে) পৌঁছিয়াছেন। এই হজরতদের তরিকা হজরত সিদ্দিকে আকবর রা. এর সহিত সম্পর্কিত। এখানে উল্লেখ্য যে, হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. জজবা ও সুলুক লাভের পর যাহা ছিল ঊর্ধ্বজগত সম্পর্কীয় বিষয়, হজরত আমীর আলী রা. এর সহিত যে তরিকা সম্পর্কিত ছিল সে সম্পর্কে তিনি বলেনঃ 'তোমরা আমার নিকট আসমানের রাস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর, কেননা আমি তাঁহার (হজরত আলী রা.) চাইতে এই ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত যেমন তোমরা জমীনের রাস্তা সম্পর্কে জ্ঞাত'। আর এই সুলুক সায়েরে আফাকীর[৫] সহিত সম্বন্ধিত। আর ঐ সুলুক যাহা সায়েরে আনফুসির[৬] সহিত সম্পর্কিত; উহার অবস্থা এই যে, যেন উহা জজবার গৃহে পর্দা ঝুলাইয়া, জাতে গায়েব (অদৃশ্য সত্তা) পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে, যদিও তাহার সেখানে গমনের রাস্তা সেইটাই। আর হজরত রিসালাতে খাতেমাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসালামও এই রাস্তায় 'নিহায়েত' পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। আর সুলুকে ফাওকানী যাহা সায়েরে আফাকীর সহিত সম্পর্কিত যদিও ইহা আঁ হজরত স. এর মিশকাতে নবুওয়াত[৭] হইতে সংগৃহীত, কিন্তু ইহা হজরত আলী রা. এর জন্য খাস।

---

১. সুলুকঃ আল্লাহ্ প্রাপ্তির জন্য দুইটি পথ আছে। যথা— সুলুক ও জজবা। আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য প্রাপ্তির পথে আত্মিক ভ্রমণ দ্বারা মাকামের অবস্থা, বিস্তৃতি এবং অবস্থান পর্যবেক্ষণ করাকে সুলুক বা আত্মিক ভ্রমণ বলে।

২. বেলায়েতঃ কোন ব্যক্তি সুলুকের পথে গমনকালেঃ ১। তওবাহ (পাপ বিরতি) ২। এনাবাত (সদাসর্বদা আল্লাহর জিকিরে লিপ্ততা ৩। যোহদ (কামনা, বাসনা ত্যাগ) ৪। অরা (ধর্মভিরুতা) ৫। শোকর (কৃতজ্ঞতা) ৬। তাওয়াক্কাল (আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশিলতা) ৭। তাসলীম (বিনা আপত্তিতে আল্লাহ্‌তায়ালার নির্দেশ গ্রহণ) ৮। রেজা (আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতে সন্তোষ লাভ) ৯। সবর (চরম বিপদে ধৈর্য ধারণ) ও ১০। কানা'আত (অল্পে তুষ্টি)— এই দশটি সিফাত বা গুণ অর্জন করিতে পারিলে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়। এই দশটি গুণ দশটি লতীফা যথা— কলব, রূহ, সের, খফী, আখফা, নফস, আব, আতশ, খাক ও বাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত। উক্ত লতীফাসমূহে জাত ও সেফাতের নূর পতিত হইলে, উহা উক্ত গুণসমূহ দ্বারা গুণান্বিত হইয়া নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় বস্তু ভুলিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সিফাত ও জাতের নূরে বিলীন হইয়া দৈহিক ও আত্মিক ফানা ও বাকা লাভ করিলে বেলায়েতের মাকাম হাসিল হয়।

৩. আত্মিক দর্শন।

৪. সত্যবাদিতার।

৫. ঊর্ধ্ব জগতে পরিভ্রমণ।

৬. অন্তর্জগতে পরিভ্রমণ।

৭. নবুয়তের তাক বা চেরাগদানী।

বাকী তিনজন খলিফা দ্বিতীয় রাস্তায় গায়েব (অদৃশ্য সত্তা) পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর রাস্তা আগেই বর্ণিত হইয়াছে। হজরত ওমর ফারূক রা. এর রাস্তাও ভিন্ন। একইভাবে হজরত ওসমান রা. এর রাস্তাও আলাদা। আর সালেকদের আল্লাহ্ পর্যন্ত গমনের রাস্তা হইল এই চারিটি। হজরত আলী রা. এর রাস্তাটি অধিক প্রসিদ্ধ। অধিকাংশ সিলসিলা এই রাস্তার মাধ্যমে তাহাদের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়াছে। এইরূপে হজরত আবুবকর সিদ্দীক রা. এর রাস্তাটি, অন্যান্য সিলসিলার চাইতে খাজেগানদের সিলসিলার সহিত বিশেষভাবে সম্বন্ধিত। কিন্তু বড় বড় মাশায়েখগণ এই সিলসিলা ব্যতীত, অন্যান্য সিলসিলার মাধ্যমে এই পথে গমন করিয়া মকছুদে (উদ্দিষ্ট স্থানে) পৌঁছিয়াছেন। কেননা, গোপনীয়তার কারণে এই রাস্তায় চলা কিছুটা মুশকিল ছিল। যেমন কোন কবির ভাষায়ঃ

আশ্চর্য সালেক এই নকশবন্দিগণ,
বিচরণ পথ, যাদের গভীর গোপন।

অপর পক্ষে হজরত আলী রা. এর রাস্তাটি ছিল প্রকাশ্য। যাহার ফলে, তাঁহারই রাস্তাটি অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। একই রূপে হজরত ওমর ফারুক রা. ও হজরত ওসমান রা. এর রাস্তাদ্বয়ও গোপন ছিল; যাহার ফলে সেই রাস্তায় চলা ছিল কঠিন। যাহার ফলশ্রুতিতে মাশায়েখগণ ঐ তরিকাটি (হজরত আলীর রা.) গ্রহণ করেন। অপরপক্ষে হজরত আলী রা. সবার শেষে ছিলেন। তাই তাঁহার তরিকাটিই অধিক প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা হজরত আলী রা. এর তরিকাকেই পূর্ণ তরিকা মনে করিয়া, অপর তিন জন খলিফার তরিকাকে অপূর্ণ বলিয়া ধারণা করে। তাহাদের এই দুঃসাহসের জন্য আক্ষেপ। কেননা, তাহাদের সুলুক হজরত আলীর রা. মাসলাকের (রাস্তার) উপর আপতিত হইয়াছে। যাহার ফলে, তাহারা হজরত আলী রা. এর তরিকা ব্যতীত অন্যগুলি অস্বীকার ও পরিহার করিয়া মন্দ কর্মে লিপ্ত হইয়াছে। তাই কোন কবির ভাষায়ঃ

যে কীট প্রস্তর পুটে রয়েছে গোপন,
উহাই তাহার কাছে–আসমান ও ভূবন।

এই হাকীর (নগণ্য) অনেক বড় বড় মাশায়েখদেরকে দেখিয়াছে, যাঁহারা হজরত ওমর ফারূক রা. এর রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া সুলুক সমাপ্ত করিয়াছেন। এমন কি হজরত আব্দুল কাদের জিলানী গাওছুছ-ছাকালায়েন র. এই রাস্তায় গমন করিয়া গায়েবে জাতের (অদৃশ্য সত্তার) সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তিনি হজরত আলী রা. এর রাস্তায় ফানা ও বাকার অধিক গমন করেন নাই; যাহা বেলায়েতের রাস্তার জন্য প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। হজরত শায়েখ আবু সায়ীদ খাররায র. ও হজরত

ফারুক রা. এর রাস্তার অনুসারী ছিলেন। মনে হয় তাঁহারা হজরত রসুলুল্লাহ স. এর বাণী শ্রবণ করেন নাইঃ “আমার পরে আর যদি কেহ নবী হইত, তবে সে হইত ওমর রা.”। যদি তাঁহার তরিকার মধ্যে তাকমীল (পূর্ণতা প্রাপ্তি) ও ইফাদাহ (ফায়েদা প্রাপ্তি বা উপকার) না থাকিত, তবে মাকামে নবুওয়াতের (নবুওয়াতের স্থানের) সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি? হুঁশিয়ার! অজ্ঞ লোকদের মধ্যে পরিগণিত হইও না।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক রা. এর পরে এই নেসবত[১] হজরত সালমান ফারসী রা. লাভ করেন এবং তিনি অভ্যন্তরীণ রাস্তায় গন্তব্যস্থানে পৌঁছান। অতঃপর উহা অবিকৃত অবস্থায় হজরত কাসেম ইবন মোহাম্মদ ইবন আবুবকর রা. লাভ করেন। অতঃপর এই নেসবত হজরত ইমাম জাফর সাদেক র. তাঁহার নানা হজরত কাসেম র. হইতে প্রাপ্ত হন। হজরত জাফর সাদেকের র. এই উক্তিঃ ‘আবুবকর আমাকে দ্বিতীয়বার জন্ম দিয়াছে’ দ্বারা এ দুইটি বেলায়েতের দিকে ইশারা করা হইয়াছে যে, ‘ঐ ব্যক্তি মালাকুতিস সামা ওয়াতি ওয়াল আরদির[২] মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, যে দ্বিতীয় বার জন্ম না নেয়।’ বস্তুতঃ হজরত ইমাম জাফর সাদেক র. তাঁহার বুজর্গ পিতা ও পিতামহদের নিকট হইতে নূর হাসিল করেন এবং তিনি সুলুকে ফাওকানীর সহিত সম্পর্কিত ছিলেন। এই জন্য জজবা হাসিলের পর সুলুকে ফাওকানীর মাধ্যমে মকছুদ পর্যন্ত পৌঁছান এবং এইরূপে দুইটি নেসবতের জামে বা একত্রকারী হন। অতঃপর এই নেসবতটি হজরত ইমাম জাফর সাদেক র. হইতে গচ্ছিত বস্তু হিসাবে সুলতানুল আরেফীন হজরত বায়েজীদ বোস্তামী র. এর নিকট রূহানীয়াতের (আত্মিক) রাস্তায় পৌঁছায়, যিনি অলিদের তরিকাভুক্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ গচ্ছিত বস্তুর এই নূরটি আমানত স্বরূপ তাঁহার পৃষ্ঠে স্থাপন করা হয়, যাহাতে উহা সঠিক মালিকের নিকট পৌঁছে। এমতাবস্থায় সুলতানুল আরেফীনের দৃষ্টি অন্যদিকে থাকায়, তিনি এই আমানতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এই নেসবতের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া বুঝা যাইত না। অতঃপর এই নেসবতটি উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ায় তাঁহার নিকট হইতে শায়েখ খিরকিনী র. এর নিকট পৌঁছায়। পরে তাঁহার নিকট হইতে শায়েখ আবু আলী ফারমিদী র. এর নিকট পৌঁছায়। অতঃপর তাঁহার নিকট হইতে উহা হজরত খাজা ইউসুফ র. এর নিকট পৌঁছায়। অতঃপর এই নেসবতটি উহার বিশিষ্ট আহাল (প্রাপক, অধিকারী) হজরত খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী র.

---

১. নেসবতঃ সম্পর্ক, তরিকতের মাকাম ও সিলসিলার সহিত সম্পর্ক। ২. আসমান ও জমীনের পবিত্র স্থানসমূহ।

এর নিকট পৌঁছে, যিনি ছিলেন খাজেগানদের[১] সরদার। তাঁহার নিকট পৌঁছিয়া এই নেসবতটি জজবা ও সুলুকে আফাকীর রাস্তায়, যাহা হজরত ইমাম জাফর সাদেক র. এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়— অন্যান্য সায়ের (আত্মিক ভ্রমনের রাস্তা) হইতে প্রাণবন্ত হয়। তিনি এই রাস্তায় উন্নতি করিয়া সিদ্দিকিয়াতের মাকাম পর্যন্ত উন্নীত হন এবং কামাল ও তাকমীলের (পূর্ণতা প্রাপ্তিতে) বুলন্দ মরতবার অধিকারী হন। তিনি আকতাবদের[২]ও অন্যতম প্রধান ছিলেন। হজরত খাজা নিহায়েত[৩]কে ইয়াদ-দাশ্ত[৪] এর সহিত বর্ণনা করেন। ইয়াদ-দাশ্ত এর অর্থ বিস্তারিতভাবে এই রেসালায় ইনশাআল্লাহ্ বর্ণিত হইবে। হজরত খাজার পর হইতে খাজা নকশবন্দ র. পর্যন্ত এই সিলসিলার মাশায়েখগণ জজবার দ্বারা গায়েব (অদৃশ্য সত্তা) পর্যন্ত সায়েরে আনফুসীর অভ্যন্তরীণ রাস্তায় পরিভ্রমণ করিয়া স্ব স্ব যোগ্যতা অনুযায়ী অংশ প্রাপ্ত হন।

অতঃপর হজরত খাজা নকশবন্দ র. এর প্রকাশকাল নিকটবর্তী হয়। হজরত খাজা বুজর্গ তাঁহাকে রূহানীয়াতের রাস্তায় তরবিয়ত (প্রতিপালন) করেন; যাহার ফলে তিনি ঐ নেসবতটি জজবা ও সুলুকের মাধ্যমে হুবহু প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার অধিকারী হন। অতঃপর তাঁহার খলিফাদের মধ্যে খাজা আলাউদ্দিন আত্তার র. ও খাজা মোহাম্মদ পারসা র. এই নেসবতটি হাসিল করিয়া তাঁহার তরবিয়তের দ্বারা ধন্য হন। হজরত খাজা আলাউদ্দিন র. বেলায়েত, শাহাদাত ও সিদ্দিকিয়াতের নেসবতে সিদ্ধিলাভের পরে ও মায়ীয়াতে জাতীয়ার রাস্তায় জাতে-গায়েব পর্যন্ত গমন করেন এবং তথায় বাকা (স্থিতি) লাভ করেন। যাহার ফলশ্রুতিতে তিনি কুতুবে এরশাদে[৫] পরিণত হন। কেননা, কুতুবিয়াতে এরশাদ বরং কুতুবে মাদার[৬] হওয়ার জন্য এই বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কেননা, এই মাকামে যতক্ষণ না ফানা ও বাকা লাভ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কুতুবিয়াতের স্থানে পৌঁছানো যায় না। এই উদ্দেশ্যে উপনীত হওয়ার জন্য হজরত খাজা বিশেষ একটি তরিকার সৃষ্টি করেন; যাহাকে তাঁহার খলিফাগণ এইরূপে বর্ণনা করেনঃ

"সবচাইতে নিকটতর তরিকা হইল, আলাউদ্দিনের তরিকা।" আর ইহা নিশ্চিত যে, এই তরিকাটি নিহায়াতুন-নিহায়াহ (সমাপ্তির শেষ প্রান্তে) পর্যন্ত পৌঁছিবার জন্য সবচাইতে নিকটতম। বড় বড় অলিদের অনেক কম ব্যক্তিই এই সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ ব্যক্তির মরতবা কত অধিক যিনি এই বুলন্দ মকছুদ হাসিলের জন্য তরিকার প্রচলন করেন। হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা র. ও হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. হজরত খাজা আলাউদ্দিন র. এর সোহবতে এই

---

১. আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য প্রাপ্ত সম্মানিত অলিগণ। ২. কুতুবের বহুবচন আকতাব। ৩. সর্বশেষ মাকাম। ৪. সর্বক্ষণ আল্লাহর স্মরণ বা জিকির। ৫. কুতুবগণের পথ প্রদর্শনকারী। ৬. কুতুবদের সরদার।

তরিকা হইতে ফায়দা হাসিল করেন। তাঁহার বুজর্গ পিতা খাজা হাসান আত্তার র. এবং অন্যান্য খলিফাগণও এই রাস্তায় পরিভ্রমণ করেন এবং তাঁহাদের মুরিদদিগকেও এই পথে পরিচালিত করেন। হজরত খাজা আহ্‌রার র. মাওলানা খাজা ইয়াকুব চরখী র. হইতে এই তরিকার অংশ লাভ করেন। আজও তাঁহার খলিফাগণ এই তরিকার বরকতে পরিপূর্ণ। আর এই রাস্তায় যে নূর এখনও তাঁহাদের নিকট আসে, উহা দ্বারা তালেবগণ[১] ফায়দা প্রাপ্ত হন। হজরত মাওলানা ইয়াকুব চরখী র. জজবার দ্বারা গায়েবের দিকে উল্লিখিত সায়েরে আনফুসীর দ্বারা মোতাওয়াজ্জোহ্ বা মনোযোগী।
বস্তুতঃ জানা গেল যে, হজরত খাজেগানদের র. জজবা দুই প্রকারের। একটি ঐ জজবা যাহার বর্ণনা এই গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে, আর দ্বিতীয় জজবাটি হইল মায়ীয়াতের রাস্তায়। আর এই খাস জজবার রাস্তায় সালেকদিগকে পরিচালিত করাই হইল হজরত আলাউদ্দিন আত্তার র. এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অবশ্য যদিও বড় বড় অলিগণ এই রাস্তায় পরিভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কোন তরিকার সৃষ্টি করেন নাই। তরিকা সৃষ্টি করা এবং উহা পরিচালনা করাই হইল তাঁহার শ্রেষ্ঠতম কৃতিত্ব। হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা র. হইতে বর্ণিত আছে যে, আমি সমস্ত মাখলুককে তাহার প্রকৃত মকছুদে পৌঁছাইতে সক্ষম। অবশ্য তিনি তাঁহার এই সমস্ত বুজুর্গীর জন্য যাঁহার নিকট ঋণী, তিনি হলেন খাজা আলাউদ্দিন আত্তার র.। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হজরত খাজা আত্তার র. এই সিলসিলার মধ্যে অধিক বরকতের অধিকারী। আজ পর্যন্ত এই তরিকার সকলেই চাই তাঁহারা আত্তারীয়া-ই হউন বা আহরারীয়া, সকলেই তাঁহার হেদায়েতের রৌশনীতে হেদায়েতপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আর তাঁহার প্রবর্তিত তরিকাই প্রকৃতপক্ষে সালেকদের জন্য ফায়দা প্রদানকারী। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স. এর মায়ীয়াতের[২] রাস্তায় মানবদিগকে হেদায়েতের জন্য এই পৃথিবীতে আগমন করেন। আর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং হজরত ওমর ফারূক রা.ও এই রাস্তায় নিচে অবতরণ করেন। কাজেই, জজবার দুইটি অবস্থার বুজুর্গী প্রসংগে জানা গেল। কেননা, রসুলুল্লাহ স. এর উরুজের[৩] রাস্তাই হইল প্রথম জজবা এবং নুজুলের[৪] রাস্তা হইল– দ্বিতীয় জজবা।

---

১. আল্লাহর অনুসন্ধানকারীগণ। ২. আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত একান্ত মহব্বত বা প্রেম। ৩. ঊর্ধ্বগমন, আল্লাহ্‌তায়ালার সান্নিধ্য পৌঁছানোর রাস্তা। ৪. নিম্নে অবতরণ যাহা মাখলুকের হেদায়েতের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

মুকাশিফা– দুই

সাইয়্যেদুল মুহাককিকীন নাসিরুদ্দিন হজরত খাজা ওবায়দুল্লাহ র. ঐ সমস্ত বুজুর্গদের জজবার মাকামে উচ্চ শানের অধিকারী ছিলেন। সেখানে পূর্ণ ফানার অবস্থা প্রাপ্তির পর তিনি খাস বাকার অধিকারী হন এবং এই বাকার কারণে নূরে ফাওকানী, যাহা নিহায়েতুন নিহায়াহ্ (অন্তের অন্ত) এর নুকতাহ (বিন্দুর) দ্বারা পৌঁছিয়া ছিলেন; যেমন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। তিনি বহুর মধ্যে একক এর এইরূপ দর্শক ছিলেন যে, যেন বহুর পর্দা মাঝখানে ছিল না। আর সুলুকে আফাকীকেও তিনি ঐ এসেম (নাম) পর্যন্ত পৌঁছান, যাহা তাঁহার মাবদায়ে-তা'আয়ূন[১] ছিল। কিন্তু তিনি ঐ এসেমে (নামে) ফানা (বিলীন) হন নাই বরং ঐ জজবার মাধ্যমে পূর্বোক্ত ফানা ব্যতীত অন্য এক ধরনের ফানা হাসিল করিয়াছিলেন। অতঃপর এই সুলুক পূর্ণ করিবার পর বিশেষ ফানার সহিত, যাহা জজবার মধ্যে সৃষ্টি হইয়াছিল, খাস ইলকার (পতনের) দ্বারা নূরে-ফাওকানীর আধিক্যের সহিত, উহার সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের তরবিয়ত (প্রতিপালন) করিতেন। আর তাহাদিগকে হক তায়ালা ব্যতীত অন্যের গেরেফতারীর (বন্ধন) সংকীর্ণতা হইতে মুক্তি দিতেন। বস্তুতঃ মা'য়ীয়াতে-জাতিয়ার[২] তরিকার দ্বারা হজরত ওসমান যিন্নুরাইন রা. ও হজরত আলী রা. নিহায়াতুন-নিহায়াহ[৩] পর্যন্ত পৌঁছান। হজরত খাজা ইহা হইতে পরিপূর্ণ অংশ প্রাপ্ত হন। তিনি এই রাস্তায় গায়েবে-জাতের (অদৃশ্য-সত্তার) সহিত সম্পর্কিত ছিলেন এবং এই কামাল (পূর্ণতা প্রাপ্তি) ও তাকমীল (সালেককে জজবা ও সুলুকের উভয় পথে শিক্ষা দিয়া পূর্ণতা দান করার মত ক্ষমতাসম্পন্ন অলি) প্রাপ্তির পরেও তিনি বারোজন আকতাবের সহিতও পূর্ণ অংশ রাখিতেন। আর ইহা গায়েবের এমন একটি মাকাম (স্থান) যাহা অতুলনীয় এই মাকামের জন্য মহব্বতে-জাতির (আসল মহব্বত) একটি বিশেষ ধরন হাসিল হওয়া একান্ত কর্তব্য। দ্বীনকে প্রচার করা এবং শরীয়তের হুকুম-আহ্কামকে জারী করা এই মাকামের সহিত সম্পৃক্ত।

---

১. মাবদায়ে তা'আয়ূন বা স্বীয় সত্তার পরিচয় লাভ। প্রত্যেক মানব আল্লাহ্পাকের এক এক সিফাতের মূল হইতে সৃষ্ট। এইজন্য উক্ত সিফাতই উক্ত মানবের প্রতিপালনকারী এসেম। উক্ত এসেম বা নামের মূল স্থানে পৌঁছিলে স্বীয় সত্তার পরিচয় লাভ হয়। ২. নিছক জাত বা আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক। ৩. সমাপ্তির শেষ প্রান্ত।

হজরত ইমামে আজম কুফী র. এই মাকামের কুতুবদের অন্যতম নেতা ছিলেন। আর হজরত খাজা র. যদিও এই মাকামের কুতুব ছিলেন না, তথাপিও তিনি এই মাকামের বহু অংশের অধিকারী ছিলেন। দ্বীনের সাহায্য এবং মিল্লাতের প্রচলন এই মাকামেরই ফলশ্রুতি। এই জন্য তাঁহাকে নাসিরুদ্দিন বা ধর্মের সাহায্যকারী বলা হয়। ইহার সহিত তিনি তাঁহার বুজুর্গ পিতা ও পিতামহ হইতে একটি নেসবত (তরিকার সম্পর্ক) হাসিল করেন। বস্তুতঃ এই বুজুর্গ খান্দানের শরাফতীর কারণেই এই দুষ্প্রাপ্য সিলসিলার চেরাগ (বাতি) আজও প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাদের সকলকে আমাদের পক্ষ হইতে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। এই সমস্ত বুজুর্গদের হেদায়েতের আলো আমাদের ন্যায় মূঢ়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকার ও গোমরাহীর হয়রানী হইতে মুক্ত করিয়াছে এবং আসল গন্তব্য স্থানের রাস্তা দেখাইয়াছে। যদি তাঁহাদের হেদায়েত না হইত, তবে আমরা হালাক হইয়া যাইতাম। আর যদি তাঁহাদের সাহায্য না হইত, তবে আমরা দুর্গের মধ্যে অন্তরীণ অবস্থায় অবস্থান করিতাম। ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদিগকে তাঁহাদের মহব্বতের উপর সুদৃঢ় রাখ। আর তোমার হাবীব নবী (আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম ওয়া আ'লা আলিহি ওয়া আসহাবিহি) এর সম্মানে, আমাকে ঐ সমস্ত বুজুর্গদের অনুসরণের উপর দৃঢ়তা নসীব কর। (আমীন)।

মুকাশিফা–তিন

হজরত খাজা মোহাম্মদ পারসা (কাদ্দাসা সিররুহুল আকদাস) হজরত খাজা নকশবন্দ র. এর সম্মানিত সাথীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি জজবা ও সুলুকের সহিত রাস্তা অতিক্রম করেন। তিনি ফানাফিল্লাহ ও বাকাবিল্লাহের হকীকত (মূল) পর্যন্ত পৌঁছান এবং বেলায়েত ও শাহাদাতের মর্যাদা পর্যন্ত উপনীত হন। হজরত খাজা নকশবন্দ র. বলেন, আমি তাঁহাকে জজবা ও সুলুক উভয় তরিকার শিক্ষা প্রদান করি। তিনি তাঁহার সম্পর্কে আরো বলেন, আমার কাছে যাহা ছিল, সে আমার নিকট হইতে সবই গ্রহণ করে। এতদসংগে তিনি মাওলানা আরিফের র.

নিকট হইতে ফরদিয়াতের[১] নেসবতও হাসিল করেন এবং ফরদিয়াতের রাস্তায় তিনি গায়েবে-হুইয়াত (অদৃশ্য সত্তা) পর্যন্ত পৌঁছান। এই দুইটি নেসবতের আধিক্য- যাহা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি জগতের সহিত সম্পর্কহীনতা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তাঁহার তাকমীল ও এরশাদের জন্য অন্তরায় স্বরূপ ছিল। অন্যথায় তাকমীলের[২] মাকাম তাঁহার জন্য পূর্ণ মাত্রায় ছিল।

মুকাশিফা–চার

হজরত খাজা নকশবন্দ র. খাজেগানদের জজবা (আকর্ষণ) হাসিলের পর সুলুকে ফাওকানীর[৩] দিকে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর তিনি সুলুকের সর্বশেষ প্রান্তে পৌঁছিয়া ফানা ফিল্লাহ ও বাকা-বিল্লাহর বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হন। আর ইহা হইল বেলায়েতের মর্তবা। অতঃপর তিনি শাহাদাতের (দর্শনের) মাকামে পৌঁছান, যাহা বেলায়েতের উপর অবস্থিত। আর ইহার সহিত বেলায়েতের মাকামের ঐরূপ সম্পর্ক; যেরূপ সম্পর্ক তাজাল্লীয়ে জাতির (আসল তাজাল্লীর) সহিত তাজাল্লীয়ে-সুরীর (প্রতিবিম্বজাত তাজাল্লী)। অতঃপর তিনি সিদ্দিকিয়াতের মাকামে পৌঁছান। কামাল ও তাকমীলের দরজা হাসিল করা সত্ত্বেও তিনি মা'য়ীয়াতে জাতির রাস্তায় গায়েব-হুইয়াতের জাত পর্যন্ত পৌঁছান। আর উহা ঐ রাস্তা, যে রাস্তায় হজরত আলী (কাররামুল্লাহু অজহাহু) আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করেন। আর তিনি হজরত আলী রা. এর রঙে ইহার শেষবিন্দুতে ফানা প্রাপ্ত হন। আর হজরত আব্দুল কাদের জিলানী র.ও ইহার দ্বারা বেলায়েতে খাসসায়ে মোহাম্মদী স. এর শেষ প্রান্তে পৌঁছান। এই শেষ প্রান্তে বাকা পয়দা করিয়া, আঁ-হজরত স. এর মর্তবা হইতেও হিসসা (অংশ) প্রাপ্ত হন। ঐ সমস্ত আকাবিরদের (বড় অলি) জন্য এই মাকামে বাকার একটি বিশেষ ধরন আছে, যদ্দ্বারা তালেবগণ (অনুসন্ধানকারীগণ) উপকৃত হইয়া থাকেন।

---

১. ফরদিয়াতঃ কামালাতে বেলায়েত ও কামালাতে নবুওয়াত এর মাকামধারী অলি। ২. তাকমীলঃ সালেককে জজবা ও সুলুক উভয় রাস্তায় শিক্ষা দিয়া পূর্ণতা দান করার মত ক্ষমতাসম্পন্ন অলি। ৩. ঊর্ধ্বজগতে পরিভ্রমণ।

মুকাশিফা–পাঁচ

বর্তমানে ঐ সমস্ত হজরত, নকশবন্দিয়া তরিকার বড় বড় অলিদের সমতুল্য। আমাদের শায়েখ মাওলানা মাল্লাযানা (আমাদের আশ্রয়স্থল) সম্মানিত শায়েখ ও আরিফে আমিল ও আকমাল মোহাম্মদ বাকী র. (আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে বাকী ও মাহফুজ রাখুন) যিনি নিহায়াতুন-নিহায়াহ এবং বেলায়েতের শেষ দরজায় পৌঁছিয়াছেন। তিনি হইলেন কুতুবে দায়েরাহে বেলায়েত[১], মাদারে–খালায়েক[২], কাশিফে-আসরার[৩], আহলে-হক[৪], মহব্বতে জাতিয়ার[৫] মধ্যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুহাককিক, কামালাতে-বেলায়েত মোহাম্মদীর একত্রিতকারী, আহলে এরশাদ ও হেদায়েতের[৬] স্তম্ভ স্বরূপ এবং দরজে নিহায়েত ফীল বিদায়েত[৭] তরিকার মোর্শেদ, যুবদাতুল' আরেফীন ও কুদওতুল মুহাককিকীন।

আফসোস যদিও করে দুনিয়ার লোক,
তবুও গোপন থাক প্রেমের আলোক।
আমি কিন্তু করিলাম ইহার বয়ান,
ব্যথিত না হয় যেন কাহারো পরাণ।

শায়েখানা মাওলানা মাল্লাযানা, শায়েখ-আজল আরিফে-কামিলে আকমল মোহাম্মদ বাকী (আল্লাহ্ তাঁহাকে বাকী ও নিরাপদ রাখুন) প্রাথমিক অবস্থায় প্রকাশ্য শায়েখের শিক্ষা ব্যতীত খাজেগানদের সাহচর্যে আসিয়া জজবার মাকামে তিনি এক প্রকার স্থায়িত্ব এবং বহুর মধ্যে এককের দর্শন লাভ করেন। এমতাবস্থায় তাঁহার বাতেন (গোপন অবস্থা) নিহায়াতুন্নিহায়ার ঐ নূরে পরিপূর্ণ ও আলোকিত হইয়া যায়, যাহার সহিত কুতুবে-এরশাদের মাকাম সম্পৃক্ত। বস্তুতঃ প্রকাশ্য শায়েখের

---

১. বেলায়েতের বৃত্তের কুতুব। ২. সৃষ্ট জগতের কেন্দ্রবিন্দু। ৩. গোপন তথ্যের প্রকাশকারী। ৪. সত্যের সেবক। ৫. খালেস আল্লাহ্‌র মহব্বত। ৬. লোকদিগকে সৎপথ প্রদর্শনকারী। ৭. সর্বশেষ বস্তুকে সর্বাগ্রে প্রবিষ্টকারী।

এজাজতের পরে উক্ত নূরের সহিত তিনি তালেব (অন্বেষণকারী)দিগকে বহুর মধ্যে এককের দর্শনের শিক্ষা দেন এবং এরশাদ ও তাকমীলের মাকামে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন। যাহার ফলশ্রুতিতে তাঁহার একবার সোহবতের ফলে, তালেবদের এতই উপকার হইত যাহা কষ্টকর রিয়াজাত ও মুজাহিদার (সাধনার) দ্বারাও লাভ করা সম্ভবপর হইত না। ইহা ছাড়াও তিনি আকতাবদের (কুতুবদের) মাকামেরও পূর্ণ অধিকারী ছিলেন। তিনি হজরত ওমর ফারূক রা. এর বিশেষ তরিকায় ঊর্ধ্বজগতের দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ হন এবং সুলুকে আফাকীর (ঊর্ধ্বজগতে পরিভ্রমণ) সর্বশেষ স্তর অতিক্রম করেন। এই সময় তিনি আল্লাহ্তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন এবং সুলুকে আফাকীর রাস্তা তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া যায় এবং এই রাস্তায় তিনি তাঁহার প্রতিপালনকারী 'এসেম' (নাম) পর্যন্ত পৌঁছান। আর সেখানে পৌঁছানোর পর তিনি বেলায়েতে শাহাদাত এবং সিদ্দিকিয়াতের দরজা প্রাপ্ত হন। তিনি এই রাস্তায় গায়েবে জাত (অদৃশ্য সত্তা) পর্যন্ত গমন করেন এবং সর্বশেষ বিন্দুতে বিলীন হইয়া এই শাহাদাতে-উজমার (সর্বোত্তম-দর্শনের) দ্বারা সৌভাগ্যশালী হন। যে সম্পর্কে হজরত আলী রা. হজরত ইমাম হাসান রা. কে বলেন, "আমার এই পুত্র-সরদার।" হজরত ইমাম হাসান রা. এই বিন্দুতে, এই কারণেই বিলীন হন। এই বিন্দুতে এক ধরনের বাকা (স্থিতি) আছে, যাহা কুতুবে-মাদারের বাকার অনুরূপ। হজরত খাজা নকশবন্দ র.ও এইরূপ বাকার অধিকারী ছিলেন এবং এই পথে গায়েবে-জাতে পৌঁছান যে পথে খুব কম অলিই গমন করিয়াছেন। বস্তুতঃ এইরূপ বুলন্দ মকছুদ (উচ্চ-আশার স্থান) পর্যন্ত পৌঁছানো বিশেষ বিশেষ অলিদের জন্য খাস। বিশেষতঃ খাঁটি প্রেমিক না হওয়া পর্যন্ত এই রাস্তায় গায়েব পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব নয়। পরিপূর্ণ প্রেমিক না হওয়া পর্যন্ত এই মরতবা হাসিল হয় না। বস্তুতঃ সুলুকের রাস্তায় উন্নতি করিয়া এই নিহায়াহ্ (শেষস্তর) পর্যন্ত পৌঁছানো খুবই কঠিন কাজ; এমনকি অসম্ভবও। অবশ্য প্রেমাস্পদ (আল্লাহ্) যদি তাঁহার শক্তিশালী জজবায় (আকর্ষণে) আকর্ষিত করিয়া মকছুদ (গন্তব্য স্থান) পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন, তবে তো খুশীর কথা। এমতাবস্থায় শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিদেরকে তাঁহাদের শান্তিপ্রিয়তার জন্য ধন্যবাদ।

মুকাশিফা– ছয়

হক-সুবহানাহুর জাত-সিফাতের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ বরং তিনি নফসে-সিফাত (আসল গুণ) এর অমুখাপেক্ষী। অর্থাৎ সিফাতের মধ্যে যাহা কিছু সন্নিবিষ্ট আছে, জাত-সিফাতের মুখাপেক্ষী না হইয়াও উহার তরবিয়তের (প্রতিপালনের) জন্য যথেষ্ট। যেমন- যে সমস্ত কার্যাবলী সিফাতে হায়াত, এলেম, কুদরত ও এরাদার সহিত সংশ্লিষ্ট, যদি এ সিফাত বিলকুল অবশিষ্ট না থাকে, তবুও জাত একাই উহা সম্পাদনে যথেষ্ট। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, সিফাত আদৌ অবশিষ্ট নাই অথবা কল্পনার জগতে উহা অবশিষ্ট আছে, কিন্তু বাহ্যিক জগতে নাই। কেননা, ইহা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের মতের বিপরীত। বরং জাতের অমুখাপেক্ষীতা সত্ত্বেও সিফাত বাহ্যতঃ জাতের অস্তিত্বের উপর অতিরিক্তভাবে মওজুদ আছে। যেমন আহলে হকদের অভিমত। একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। যেমন আমি বলি, পানি স্বভাবতই উপর হইতে নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, আর এই প্রবাহকে স্বভাবজাত প্রবাহ বলা হয়। অতঃপর পানির জাত (মূল সত্তা) এলেম, হায়াত, কুদরত এবং এরাদার কাজ করে। কেননা, যদি এই এলেম (জ্ঞান) রাখা হয়, তবুও উহা নিম্নমুখে ধাবিত হয়। আর এরাদার উদ্দেশ্য হইল-দুইটি সমান গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা। এই হরকতে-এরাদীয়ার (ইচ্ছাকৃত হরকত বা নড়াচড়া) দ্বারা হায়াত ও কুদরতের কাজও হইয়া থাকে। এইভাবে যখন ঐ পানি নিচের দিকে প্রবাহের ফলে জীবজন্তুর অংশ হইয়া যায়, তখন উহা স্বভবজাত প্রবাহের সাথে সাথে অতিরিক্ত গুণেও গুণান্বিত হয় এবং স্বভাবজাত হওয়া সত্ত্বেও ঐ সমস্ত কার্যাবলীকে অতিরিক্ত সিফাত হিসাবে গণ্য করে। আল্লাহ্‌র মেছাল (উদাহরণ) খুবই উচ্চ। তাঁহার জাত-সিফাতের অমুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও ইলাহ (উপাস্য) হওয়ার কারণে, অতিরিক্ত-অবশিষ্ট সিফাতের সহিত সম্পৃক্ত। আর যে সমস্ত কার্যাদি সম্পন্ন

করিবার জন্য তাঁহার জাত-ই যথেষ্ট, ঐ সিফাতের কারণে শক্তি দ্বারা উহা কর্মে পরিণত করা হয়। এই জন্য, যেরূপে সিফাত-পরিত্যক্ত পানি সম্পর্কে ইহা বলা যায় না যে, উহার সিফাত (গুণ) আসল জাত। বরং সেখানে কেবল জাতের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে এবং সেফাতের আদৌ কোন অস্তিত্ব নাই। একইভাবে আল্লাহ্তায়ালার জাত সম্পর্কে ইহা বলা যায় না যে, সিফাত হইল আসল জাত। কেননা, সেখানে এমন কোন সিফাত নাই, যাহাতে আয়নিয়াতের (আসলের) হুকুম দেওয়া যাইতে পারে। আর যখন সিফাতকে ধর্তব্যের মধ্যে আনা হয়, তখন সেখানে আর আসল থাকে না, যদিও ইহা জ্ঞানের দ্বারা হোক না কেন। কাজেই জানা গেল যে, কালাম শাস্ত্রবিদদের কথা এবং আল্লাহ্র অস্তিত্বে অতিরিক্ত সিফাতের অবস্থান কোন কোন সুফিদের উক্তির চাইতে অধিক সমীচীন। তাহারা সিফাতকে আয়ন (আসল-সত্তা) বলে এবং অতিরিক্ত সিফাতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে।

মুকাশিফা– সাত

সিফাতের উপর আয়নিয়াতের[১] হুকুম এবং আল্লাহতায়ালার জাতের উপর তাঁহার সিফাতকে মর্যাদা দেওয়া “হাকীতুল হাকায়েক” পর্যন্ত না পৌঁছানোরই ফলশ্রুতি। কেননা, আল্লাহ্তায়ালার জাত এখনও পর্যন্ত ঐ দলের নিকট ঐ সিফাতের পর্দায় দর্শনীয়। বস্তুতঃ তাঁহারা জাতকে সিফাতের আয়নায় দর্শন করেন, এইজন্য আয়নার গোপনীয়তার কারণে; তাঁহাদের দৃষ্টিতে উহা আবৃত থাকায় উহাতে অস্তিত্বহীনতার হুকুম লাগান। যদি তাঁহাদের দর্শন ঐ পর্দার আবরণমুক্ত হইত, তবে তাঁহারা এই সিফাতকে জাত হইতে পৃথক দেখিতেন এবং তাহার অস্তিত্বের কথা বলিতেন। তাঁহাদের ‘ওহাদাতুল-ওজুদ’[৩] মতবাদের গোপন তথ্য ইহাই।

১. আল্লাহ মূল সত্তার বা জাতের। ২. প্রকৃত তত্ত্ব। ৩. অর্থাৎ হামা-উস্ত বা সবই তিনি।

"মা-সেওয়া"[১] দৃষ্টি হইতে কখনও অদৃশ্য হয় নাই, যাহার ফলে তাঁহারা বাধ্য হইয়া উহার অনস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ দর্শনীয় আয়নাটি লুপ্ত আয়না সদৃশ, যদিও উহার এলেম মওজুদ। এই জন্য "মা সেওয়া" এই দুই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে "ওজুদে-খারিজী"[২] কে নফী (নাই) এবং ছবুত (আছে) হিসাবে স্থির করিয়াছেন। এইজন্য তাঁহাদের ফানা মোকাম্মেল (পূর্ণ) হয় নাই। কেননা তাঁহারা "মা-সেওয়া" সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও অভিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে সক্ষম হন না। মা-সেওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের অনভিজ্ঞ থাকা তখনই প্রমাণিত হয়, যখন তাঁহাদের দর্শনীয় বস্তু ঐ আয়নায় আর প্রতিফলিত না হয়। কিন্তু আসলে এইরূপ না হওয়ায়, তাঁহার প্রতিক্রিয়াও ঐরূপ হয় না এবং তাঁহাদের বাকা (স্থিতিলাভ)ও পরিপূর্ণ হয় না। কাজেই তাঁহাদের কামেল হওয়া, পূর্ণ ফানার উপরই নির্ভরশীল। বস্তুতঃ এই জামাত বাকা লাভের পরেই নিজকে হক মনে করে, আর ইহার মূল কারণ হইল মত্ততা। যদি তাঁহারা পরিপূর্ণ বাকার অধিকারী হইতেন, তবে তাঁহাদের দর্শন সঠিক হইত। উপরন্তু এই জামাত জড় পদার্থের মধ্যেও এলেম (জ্ঞান), কুদরত (ক্ষমতা) এবং অন্যান্য সিফাত (গুণ) আছে বলিয়া বিশ্বাস রাখে। আর তাঁহাদের এই বিশ্বাস "জাতী সিরায়েত"[৩] বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালা কোন জিনিসের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন না এবং তিনি "সবকিছুকে ঘিরিয়া আছেন"। ইহার অর্থ তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা ঘিরিয়া আছেন। আর পবিত্র জাতের পার্থিব জগতের কোনকিছুর সহিত কোন তুলনা নাই। অবশ্য তিনি তাহাদের খালেক (স্রষ্টা), তাহাদের রিজিকদাতা, উহাদের প্রতিপালনকারী এবং মাওলা (মালিক)। এই আলোচনার হকীকত পূর্বে "পানির জাত এবং উহার প্রকৃতি" সম্পর্কীয় নিবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের অর্জিত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। আল্লাহ্ হককে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তিনিই রাস্তার হেদায়েত দান করেন।

কথিত আছে যে, খাজা ইউসুফ হামাদানী র. এর মজলিসে, যিনি হজরত খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী র. এর পীর এবং হজরত খাজেগানদের হালকার সরদার ছিলেন— একদিন তাঁহার দরবারে কোন এক ব্যক্তি হালের অবস্থা বর্ণনা করিতে থাকিলে তিনি বলেন, বরং যে খেয়ালের দ্বারা তরিকতের শিশুদের প্রতিপালন করা হয়, বস্তুতঃ উহা শরীয়তের হুকুম-আহকাম এবং ঐ এলেম (জ্ঞান), যাহা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নবুওয়াত হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং ইনসাফ ও স্থিতির দিক দিয়া উহাই সত্যজ্ঞান। অপরপক্ষে, ইহার বিপরীত জ্ঞানই হইল অপরিপক্ক ও

---

১. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য বস্তু। ২. বাহিরে অন্যকিছুর অস্তিত্ব। ৩. আল্লাহ্তায়ালার জাতের অনুপ্রবেশ।

অসম্পূর্ণ, যদিও উহা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দ্বারা করা হয় বা কাশফের দ্বারা। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, নিশ্চয়ই আমার এই রাস্তা সোজা। কাজেই তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং অন্য রাস্তার অনুসরণ করিও না। আর সর্বশেষ স্থানে পৌঁছিবার জন্য আলামত হইল, ঐ সমস্ত হুকুম-আহ্কামের পূর্ণ অনুসারী হওয়া এবং ঐ সমস্ত এলেমের জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া। কাশফকে নফসের[১] অনুসারী করা দ্বীনকে মজবুত করার ন্যায় এবং এলহাম[২]কে ওহীর[৩] অনুসারী করা ছওয়াবের কাজ। শরীয়তের যে সমস্ত হুকুম-আহকাম হজরত মোহাম্মদ স. এর জন্য নির্ধারিত ছিল, উহা ঐ সমস্ত এলেমের আহ্কাম, যাহা জাত পাকের সহিত সম্পৃক্ত। আর উহা ঐ সমস্ত নির্দেশাবলীর উপর আমল করার ফলশ্রুতিই হইল সর্বশেষ মাকামে পৌঁছান। এইভাবে সমস্ত পয়গম্বরগণ স্বীয় রবের নির্দেশ মত আমল করিয়া ঐ মাকামে উপনীত হন। অতঃপর আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন যে জামাতকে সর্বশেষ নবী স. এর অনুসরণের দ্বারা এই সর্বশেষ মাকামে পৌঁছাইয়াছেন, তাঁহারা এলেম ও আমলে চুল পরিমাণও শরীয়তের বরখেলাফ করেন নাই। যেমন ইহা সত্যানুসারী আলেমদের নিকট প্রতিষ্ঠিত সত্য। তাঁহারা কোন সময় ঐরূপ সীমালংঘন করেন নাই এবং ঐ সত্যজ্ঞান পরিত্যাগও করেন নাই। তাঁহারা যে “এলমে লাদুন্নী”[৪] লাভ করেন, উহাও শরীয়তের জ্ঞানের অনুরূপ ছিল; বরং বলা যায়, ঐ জ্ঞান ছিল শরীয়তসম্মত জ্ঞানের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

একদা কোন এক ব্যক্তি হজরত খাজা নকশবন্দ (কাঃসিঃ) কে জিজ্ঞাসা করেন, সুলুকের উদ্দেশ্য কি? তখন জবাবে তিনি বলেন, যাহাতে সংক্ষিপ্ত মারেফাত বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয় এবং যাহা দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, উহা যেন কাশফ দ্বারা প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ যে কাশফ শরীয়তবিরোধী ও আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের আলেমদের প্রতিষ্ঠিত উসুলের (নিয়মের) বরখেলাপ, উহা আদৌ গ্রহণীয় নয়। কেননা, ইহা সিরাত্বল মুস্তাকীমের বিপরীত রাস্তা। কেননা, আল্লাহ্তায়ালা মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ স.কে এই সত্য রাস্তাসহ প্রেরণ করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেন, “নিশ্চয়ই আপনি রসূলদের অন্তর্ভুক্ত, সোজা রাস্তায় আছেন।”

---

১. শরীয়তের হুকুম-আহকামের। ২. আত্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। ৩. আল্লাহ প্রদত্ত বাস্তবজ্ঞান ৪. আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান।

মোহাম্মদী-উল-মাশরাবগণ[১] এই এলমী ও আমলী সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং খাস বেলায়েতে মোহাম্মদী ইহারই অংশ। আর যাঁহারা ইহার বিরোধিতা করেন, তাঁহারা যদি কাশফের অধিকারী অলিও হন তবুও তাঁহারা এই বেলায়েতের অংশপ্রাপ্ত হন নাই, বরং তাঁহারা পূর্ববর্তী কোন পয়গম্বরের প্রাপ্ত ফয়েজের অংশীদার, যাহার অধিকারী তাঁহারা ছিলেন। কাজেই তাঁহাদের সায়েরের (ভ্রমণের) শেষ প্রান্ত ঐ নবীর কদম পর্যন্ত। মোহাম্মদী-উল-মাশরাবগণ সমস্ত এলমী ও আমলী কামালাতের একত্রিতকারী এবং কেন্দ্র স্বরূপ। তাই কোন কবির ভাষায়ঃ

সর্বোৎকৃষ্ট গুণ যত আছে মানবের,
আপনার স. পবিত্র জাতে আশ্রয় সবের।

দ্বীন ও দুনিয়ার সরদার রসূলুল্লাহ স. এর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ হইয়াছে, উহা সমস্ত ঐশীগ্রন্থের সার-স্বরূপ, যাহা পূর্ববর্তী আম্বিয়াদের উপর নাযিল হইয়াছে।

আর তাঁহার স. শরীয়ত অন্যান্য শরীয়তের নির্যাস স্বরূপ। পূর্ণ ফানা এবং পূর্ণ বাকা মোহাম্মদীদেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই জন্য পরিপূর্ণ বাকা (স্থিতি) অর্জন সকল বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। আর ইহা এইরূপ সম্পদ যাহার একমাত্র মালিক হইলেন নবী করীম স. এবং অন্যান্যরা তাঁহার স. তোফায়েলে (মধ্যস্থতায়) ঐ সম্পদ পাইয়া থাকেন। আর তোফায়েলী তাঁহারাই যাঁহারা তাঁহার স. পূর্ণ অনুসারী। তাঁহার স. অনুসরণ ও অনুকরণ ব্যতীত এই সম্পদ লাভ করা খুবই কঠিন, এমনকি অসম্ভব। এই সুউচ্চ মাকাম নিহায়াতুন নিহায়াই (সর্বশেষ প্রান্ত বা স্থান) পর্যন্ত পৌঁছিবার সহিত সম্বন্ধিত। এই মাকাম কামালে-তানাযযুল[২]। ইহার মর্যাদা খুবই উচ্চ।

---

১. হজরত মোহাম্মদ স. এর পূর্ণ অনুসরণকারী ও তাঁহার পূর্ণ ফয়েজ প্রাপ্ত অলি। ২. অবতরণের শেষ স্থান, যাহা বান্দাদের হেদায়েতের দিকে আহবানের সহিত সম্পৃক্ত।

মুকাশিফা–আট

জানা উচিত যে, কাবেলিয়াতে-উলা[১] যাহার ব্যাখ্যা করা হয়- 'হকীকতে মোহাম্মদী' দ্বারা, উহা হইল জাতী কাবেলিয়াত[২]। বিশেষত ঐ এলেমের দিক দিয়া, যাহা সাধারণভাবে এই সমস্ত কামালাতের (পূর্ণতার) সহিত সম্পৃক্ত যাহা কালামের শান, বরং আল কোরআনে ইহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আর এই কাবেলিয়াত হইল রব্ব মোহাম্মদী স.। অবশ্য কোন কোন সুফিদের অভিমত হইল আঁ-হজরত স. এর রব হইলেন শানুল-এলেম, যাহার অর্থ ইহাই। আর এই কাবেলিয়াতে-উলা এর দিক দিয়া ফায়দা (উপকার) পৌঁছান, নবী করীম স. এর নেসবতের (সম্পর্কের) সহিত সম্পৃক্ত। যাহারা তাঁহার স. পরিপূর্ণ অনুরসণকারী, তাঁহারাও এই যোগ্যতার আংশিক অংশীদার। আর পূর্ববর্তী উলুল আজম[৩] এবং উলুল আজম ব্যতীত যে সমস্ত আম্বিয়া ও রসুলগণ চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা আমাদের পয়গাম্বর স. ব্যতীত, কাবেলিয়াতে জাতের অন্যান্য যাবতীয় সিফাতের সহিত সম্পৃক্ত। তাঁহার এই কাবেলিয়াত (যোগ্যতা) এর দ্বারা স্ব স্ব যোগ্যতা ও মর্যাদা অনুসারে ফয়েজ প্রাপ্ত হন। আর যে জামাত তাঁহাদের কদমের (পায়ের) উপর, তাঁহারাও ঐ নূরের অংশীদার। কিন্তু উহার হকীকত হইল সমস্ত সিফাত যাহা এই কাবেলিয়াতে আখীরাহ্[৪] এর অন্তর্ভুক্ত আর এই কাবেলিয়াত (যোগ্যতা) হইল আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু এর জাত ও সিফাতের মধ্যে বরযখ[৫] স্বরূপ। আর কাবেলিয়াতে উলা জাত, সিফাত, শূয়ূনাতে জাতীয়া[৬] এবং উহাদের যোগ্যতার মধ্যে পর্দা স্বরূপ, যাহা এই কাবেলিয়াতের জন্য বিশেষ অংশের ন্যায়। আর বরযখ যেহেতু দুই দিকের সম্পর্ক রাখে, এই জন্য দ্বিতীয় কাবেলিয়াতের জন্য ইহা অবশ্যই পর্দার অনুরূপ। কেননা, উহার শেষ অংশ ঐ সিফাত যাহা জাতের উপর অতিরিক্ত এবং জাতের সহিত অতিরিক্ত ওজুদে (অস্তিত্বে) মওজুদ

---

১. উত্তম-যোগ্যতা। ২. আসল যোগ্যতা। ৩. মহা সম্মানিত ৪. সর্বশেষ যোগ্যতা। ৫. দুই বিপরীত বস্তুর মিলন স্থানকে বরযখ বলা হয় ৬. আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর মূল।

আছে। ইহাই ওলামায়ে আহলে হকদের[১] অভিমত। আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাদের সৎপ্রচেষ্টার বিনিময় প্রদান করুন। মূল ব্যাপার এইরূপই। আর পর্দার অর্থ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নয় যে, উহা মূলবস্তুর উপর একটি অতিরিক্ত জিনিস। আর কাবেলিয়াতে উলা, বস্তুতঃ উহার নিচের দিক হইতে ঐ কাবেলিয়াত, যাহা জাতের উপর কেবলমাত্র আস্থা রাখে। এইজন্য এই কাবেলিয়াতের এই দিক হইতে রঞ্জিত হওয়াতে কোনরূপ পর্দার কারণ হয় না। অবশ্য এইখানে একটি হিজাবে-এলমীর[২] সৃষ্টি হয়, যাহা প্রথম অবস্থার বিপরীত। কেননা, উহাতে এমন একটি পর্দার অস্তিত্ব আছে, যাহা বাহিরে অবস্থিত। কিন্তু জানা দরকার যে, এলমের পর্দা অপসারিত হওয়া সম্ভব, বরং ইহা বাস্তব সত্য কিন্তু বাহিরের পর্দা অপসারিত হওয়া অসম্ভব। এই স্থান হইতে বহু রবের (প্রভুর) ধারণা পরিত্যাগ করিয়া এক রবের দিকে ধাবিত হওয়া মোহাম্মদ স. এর অনুসারীদের জন্য শুরু হয়। এইজন্য ইহা জরুরী যে, তাজাল্লীয়ে জাতী[৩] তাঁহার স. সহিত এবং তাঁহার স. এর অনুসরণের সহিত সম্পৃক্ত। আর ইহার দর্শন বিনা পর্দায় সম্ভব। জানিয়া রাখুন! সিফাত এবং উহার কাবেলিয়াতের দ্বারা ঊর্ধ্বগমন (আল্লাহ্র সান্নিধ্যে) সম্ভব নয়। কেননা, এই পর্দা অপসারিত হয় না আর এই কারণেই 'উরুজ' (ঊর্ধ্বগমন)ও সম্ভব নয়।

আজকাল কোন কোন সুফির হকীকতে-মোহাম্মদী স. কে সমস্ত সিফাতের সহিত এবং সাধারণভাবে জাতের সহিত সম্পৃক্ত হওয়াকে সম্ভব বলিয়া মনে করেন। আর এইরূপ ধারণা করার কারণ এই যে, ইহারা সিফাতের অধিকারী এবং তাঁহারা ইহার অধিক কোন জ্ঞান রাখেন না। আর এই মাকামের অধিকারীদের যোগ্যতার কথা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এই কারণেই তাঁহারা নবী করীম স. এর জন্য ইহা বুলন্দ মাকাম (উচ্চ-মাকাম) হিসাবে বিবেচিত করিয়াছেন। যাহার বর্ণনা আগে করা হইয়াছে। কিন্তু সত্য উহাই যাহা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালাই অধিক জ্ঞানের মালিক, আর তিনিই সত্য রাস্তার হেদায়েত দানকারী। আর তাঁহাদের এইরূপ উক্তি যে, এই কাবেলিয়াত-শূয়ূনাতের ঊর্ধ্বে, ইহা বাস্তব সত্য। আর তাঁহারা যে শূয়ূনিয়াতকে উহার নিম্নে স্থাপন করিয়াছেন উহা শূয়ূনিয়াত নয়, বরং উহা সিফাত, যাহা ঐ কাবেলিয়াতের নিম্নে অবস্থিত। বস্তুতঃ এই জামাতের দৃষ্টি ঐ ঘর হইতে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় নাই, যে জন্য তাঁহারা সিফাতকে

---

১. সত্য পথপ্রাপ্ত আলেম। ২. জ্ঞানরূপ পর্দার। ৩. আল্লাহ্তায়ালার জাতী তাজাল্লী বা নূর।

শূয়ূনাত[১] হিসাবে গণ্য করেন। এইজন্য তাঁহারা সেফাতের আধিক্যের অস্বীকারকারী। বস্তুতঃ শূয়ূনাত হইল আয়নে-জাত[২] এবং সিফাত হইল জাতের জন্য অতিরিক্ত। শূয়ূনাত এবং সিফাতের ব্যাখ্যা আলাদাভাবে লিখিত হইয়াছে। উহা সেখানে দ্রষ্টব্য।

মুকাশিফা-নয়

সিফাতে-কালাম বরং শানে-কালাম[৩] এইজন্য যে, ইহা আমাদের জন্যও জরুরী। কেননা, কথাবার্তা বলা ব্যতীত কাহারও কোনরূপ উপকার করার কথা চিন্তা করা যায় না। কাজেই, সমস্ত কামালাতে জাতীয়া[৪] এবং শূয়ূনাতে জাতীয়া এই বিশেষ গুণে গুণান্বিত। আর উহা তাঁহার নিকট হইতে সৃষ্ট জগতের উপকারের জন্য আসিয়াছে। উদাহরণতঃ কোন এক ব্যক্তি, যিনি অশেষ কামালাতের অধিকারী যদি তিনি তাঁহার মধ্যেকার গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন, তখন তিনি উহাকে 'কুওতে কলামিয়ার'[৫] দ্বারা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্তায়ালার শূয়ূনাতের মধ্যে কথাও একটি বিশেষ শান; যাহা তাঁহার পবিত্র জাতের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। যাহার বহিঃপ্রকাশ হইল এই আল-কোরআন। ইহা আরবী ভাষায় নবী করীম স. এর উপর নাযিল হয়। সৃষ্টির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সব বিষয়ের উল্লেখ উহাতে আছে। যেমন আল-কোরআনে আছে ঃ

"যখন আমি কোন জিনিস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কুন বা হও বলি তখন উহা হইয়া যায়।" কাজেই ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কালাম বা কথা আল্লাহ্তায়ালার একটি বিশেষ শান। আল-কোরআন এই বিশেষ-মর্যাদার সহিত দায়রায়ে আসল[৬] এর মধ্যে শামিল। ইহার মধ্যে জিল্লিয়াতের[৭] কোন অবকাশ নাই। আর আল্লাহ্তায়ালার কোন কোন সম্মানীয় অলিরা বলেন— আল্ কোরআন হইল

---

১. আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর মূল। ২. আসল বা মূলজাত। ৩. কথোপকথনের গুরুত্ব। ৪.আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর পূর্ণতা। ৫. কথোপকথনের শক্তি দ্বারা। ৬. সৃষ্টি রহস্যের মূল বৃত্ত। ৭. প্রতিবিম্বের ছায়ার।

মরতবায়ে জামেআ[১], ইহা এই কারণেই। বস্তুতঃ কাবেলিয়াতে-উলা, যাহার তাবীর (ব্যাখ্যা) করা হয় হকীকতে মোহাম্মদী হিসাবে, উহা এই কোরআন মজীদের জিল বা ছায়া স্বরূপ। কাজেই ঐ কাবেলিয়াত সমস্ত জাতী কামালাতের ও শূয়ূনাতের একত্রিতকারী। কিন্তু ইহা জিল্লিয়াত (প্রতিবিম্ব) হিসাবে, আসল হিসাবে নয়। আল কোরআন ইসআলাত (মূল বা আসল) হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ইহা এইরূপেই নবী করীম স. এর উপর অবতীর্ণ হয়। আর তিনিই স. এই উত্তম নেয়ামতের অধিকারী ছিলেন। একদা হজরত নবী করীম স. হজরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. সম্পর্কে বলেন, তোমরা তোমাদের দ্বীনের (ধর্মের) দুইভাগ এই ভাগ্যবতী নারীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিবে। কেননা, হজরত আয়েশা রা. একদা রসূলুল্লাহ্ স. এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলেনঃ

'কানা খুলুকুহ্ আল্-কোরআন' অর্থাৎ তাঁহার স. চরিত্র হইল আল্-কোরআন। এই দৃষ্টিতে কোরআন আসল ও ছায়া উভয়ই। এইরূপে নবী করীম স. এর শরীয়তের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। কাজেই তাঁহার স. পূর্ণ অনুসরণের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী নিহিত আছে। তাই কোন কবি বলেনঃ

ইহাই তো দওলত,
এখন দেখ, কে ইহার অধিকারী?

ইহা এমন এলেম (জ্ঞান), যাহা এমন আফরাদের[২] সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহারা আল্-কোরআনের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ। আর তাঁহারা উহার প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী। কুতুবদের দৃষ্টি এই পর্যন্ত পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। অবশ্য জ্ঞান ও মাকামসমূহের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে কোন কোন আফরাদ কুতুবদের সহিত সম্পর্ক রাখেন। তবে তাঁহাদের জন্য খোশ খবরী যাঁহারা কুতুবিয়াত ও ফরদিয়াত এই উভয় প্রকার বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। যেমন সাইয়েদ জুনায়েদ বোগদাদী র. যিনি ফরদিয়াতের নেসবত (সম্পর্ক) শায়েখ মোহাম্মদ কাসসাব র. হইতে হাসিল করেন। আর তিনি কুতুবিয়াতের নেসবতে পীর শায়েখ সারীউস সাকতী র. হইতে অর্জন করেন। হজরত জুনায়েদ বোগদাদী র. ফরদিয়াতের নেসবতের মোকাবেলায়, কুতুবিয়াতের নেসবতকে পরিত্যাগ করিয়া বলিতেন, লোকেরা জানে আমি হজরত সারীউস সাকতীর র. মুরিদ, কিন্তু আসলে আমি হজরত মোহাম্মদ কাসসাবের র. মুরীদ।

১.আল্লাহ্তায়ালার শানের একত্রিতকারী। ২. আফরাদঃ কামালাতে বেলায়েত এবং কামালাতে নবুয়ত মাকামধারী অলি।

এখন আসল প্রসংগে আলোচনা করিতেছি। আল-কোরআনে মাযী (অতীত) ও ইসতিকবাল (ভবিষ্যৎ কাল) জ্ঞাপক শব্দ এই কারণে আছে যে, উহা আদি ও অন্তের সমস্ত সময়ের প্রকাশক যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। ইহা কোরআনের সহিত সম্পর্কিত হওয়ার কারণে নয়, বরং ইহা সময়ের বিভিন্নতার জন্য, যাহার উপর কোরআন শামিল বা একত্রিত। যেমন, কোন ব্যক্তি তাহার অতীত অবস্থাকে মাযী (বিগত) শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে; আর এই সময় এই অতীত কালটা নির্ণয় হয় তাহার বর্তমান সময়ের নিরিখে, ঐ ব্যক্তি হিসাবে নয়। আর ঐ ব্যক্তি তো তার গোটা জীবনের সমস্ত সময়কে একত্রিতকারী। আল্লাহ্‌তায়ালা সত্যজ্ঞানের অধিকারী এবং সত্য পথের দিশারী; আর তিনিই হক প্রতিষ্ঠাকারী এবং সত্য রাস্তার হেদায়েতকারী। বস্তুতঃ যাঁহারা আল্‌-কোরআনকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করে, উহার হুকুম আহকামের অনুসরণ করে, ইহা ছাড়া পূর্ববর্তী সমস্ত ঐশী গ্রন্থ ও নবীদেরকে সত্য হিসাবে গণ্য করে, তাঁহারাই সফলকাম। আর যাহারা কালামুল্লাহ (আল্‌-কোরআন)কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং উহার বিরোধিতা করে তাহারা বড়ই বদনসীব। তাই কোন কবির ভাষায়ঃ

আখেরী নবী মোহাম্মদ স. দুই জাহানের আবরু খাঁটি
মৃত্তিকা যে নয় তাঁর দরজার, মস্তকে তার পড়ুক মাটি।

মুকাশিফা-দশ

জানা উচিত যে, আল-কোরআনের প্রতিটি শব্দই সাধারণভাবে সমস্ত কামালাতের (পূর্ণতার) আধার। লম্বা সূরাগুলিতে যে ফযীলত আছে, ছোট সূরাতেও ঠিক একই ফযীলত। ছোট ও বড় হওয়ার কারণে ফযীলতের মধ্যে কোনরূপ কমতি নাই। অবশ্য প্রত্যেক সূরার জন্য, বরং প্রতিটি আয়াতের জন্য, এমনকি প্রত্যেক শব্দের জন্য একটি বিশেষ ফযীলত নির্ধারিত আছে। যেমন,

আল্লাহ্তায়ালার শানের মধ্যে, প্রত্যেকটি শানই সাধারণতঃ পরিপূর্ণ। অবশ্য সাথে-সাথেই উহারা বিশেষ বিশেষ তাছীর ও ফযীলতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এইজন্য কাবেলিয়াতে উলা সম্পর্কে যাঁহারা এইরূপ বলেন যে, এইখানে প্রতিটি শানই সমস্ত শানের একত্রকারী, এমতাবস্থায় শানের মর্যাদা জিল্লিয়াতের (প্রতিবিম্বের) দিক হইতে। অন্যথায় শূয়ূন তো দায়েরায়ে আসল (মূল বৃত্ত)-এর অন্তর্গত।

মুকাশিফা–এগার

জানা দরকার যে, প্রত্যেকটি সূরা বরং প্রতিটি আয়াত— বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে। কাজেই ঐ আয়াতটি তেলাওয়াত করা, উহার পাঠকারীর জন্য পূর্ণ ফায়দা (উপকার) প্রদান করে। যেমন, যে আয়াতটি তাযকীয়ায়ে-নফস[১] সম্পর্কে নাযিল হইয়াছে; উহা পাঠে নফসের পবিত্রতা অর্জনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ইহার উপর অন্যান্য আয়াতকে তুলনা করিতে হইবে।

---

১. নফসের পবিত্রতা।

মুকাশিফা–বার

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌তায়ালার বাণী— ‘বাতিল, না তাঁহার সম্মুখ দিয়া আসে, না পশ্চাৎ দিয়া, বরং ইহা মহাজ্ঞানী ও অমুখাপেক্ষীর (রবের) নিকট হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।’ এই আয়াতে স্পষ্টভাবে ইহার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে যে, আল্‌-কোরআন দায়েরায়ে আসল[২] এর অন্তর্গত। এখানে বাতিলের কোন প্রবেশাধিকার নাই। কেননা, প্রত্যেক জিল্‌[২] যাহা উহার নিম্নের দিক হইতে, উহাতে বাতিল প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু যাহা বাতিল, উহা সেখানে (দায়েরায়ে-আসল-এ) প্রবেশ করিতে পারে না; বরং উহা প্রকৃত আসল (মূল)। প্রত্যেক বস্তু, উহার জাত (মূল) ব্যতীত ধ্বংসশীল। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু অধিক জ্ঞানের অধিকারী এবং তিনিই সত্য পথের দিশারি।

মুকাশিফা-তের

সম্ভবতঃ এই আয়াতে— ‘পবিত্র লোকেরা ব্যতীত ইহাকে স্পর্শ করিবে না’ ইহার প্রতি ইশারা করা হইয়াছে যে, হকীকতে কোরআনের বিশেষ কিছু সূক্ষ্মতত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হওয়া পবিত্র লোকদের সহিত সম্পৃক্ত। কিন্তু উহার যাবতীয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া কেবলমাত্র রব্বুল ইয্‌যত জাল্লা শানুহুর জন্য খাস। যেমন রসূলুল্লাহ্‌ স. ইহার প্রতি ইংগিত দিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন জিনিসের বাহ্যিকরূপ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব, কেননা উহা দৃশ্যমান। কিন্তু

---

১. সৃষ্টিতত্ত্বের মূলবৃত্ত। ২. ছায়া বা প্রতিবিম্ব।

গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালা ব্যতীত আর কেহই অবগত নন। কোরআন পাঠের জন্য পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন শর্ত। কেননা, পূর্ণ পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত এই কামালিয়াত লাভ করা সম্ভব নয়। তাই কোন কবির পংক্তিতে ঃ

যদিও সামান্য হয় বন্ধুর বিরহ
তবুও অনেক তাহা, অনেক দুঃসহ।

কিছু সংখ্যক সুফি, যাহাদের দৃষ্টি কাবেলিয়াতে উলার ঊর্ধ্বে গমন করে নাই, তাহারা ইহাকে ঊর্ধ্বগমনের শেষ স্তর হিসাবে মনে করেন এবং ইহাকে তাআয়ুনে-আউয়াল হিসাবে ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, ইহা জাতের উপর অতিরিক্ত নয়। বরং তাঁহারা ইহাকে তাআ'য়ূনে তাজাল্লীয়ে জাত হিসাবে আখ্যায়িত করেন। তাঁহারাও বেলয়েতে খাচ্ছার[১] অধিকারী। কেননা, বেলায়েতের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর আছে। যেমন কোন কবি বলেনঃ

আরশের তুলনায় যদিও আসমান নত,
জমিনের তুলনায় তাহা আরশেরই মতো।

কিন্তু অলিদের একটি দল এই অবস্থাকে অধিক মনে করিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি আপনার হাবিবের ওসীলায় আমাদিগকে, তাঁহাদের মহব্বত নসীব করুন। (আমিন)।

মুকাশিফা–চৌদ্দ

প্রকৃতপক্ষে কালামের (কথার) শান হইল শূয়ূনাতে-জাতী[২]। ইহা সমস্ত কামালাতে-জাতী ও শূয়ূনাতে-জাতীর একত্রিতকারী। যেমন, এ সম্পর্কে আগেই আলোচিত হইয়াছে। মাহে-রমজান সমস্ত প্রকার খায়রাত ও বারকাতের একত্রিতকারী। আর সর্বপ্রকার খায়ের ও বরকত আল্লাহ্তায়ালার তরফ হইতে বর্ষিত হইয়া থাকে এবং উহা তাঁহার শূয়ূনাতের প্রতিফল। কেননা, প্রতিটি খারাপ কাজ যাহা সংঘটিত হয়, উহার কারণ হইল জাত ও সিফাতের অনস্তিত্ব। যেমন আল্লাহ্তায়ালা এরশাদ করেনঃ

১. বিশেষ বেলায়েতের। ২. আল্লাহ্তায়ালার গুণাবলীর মূল।

'তুমি যে লাভ ফল পাও, উহা আল্লাহর তরফ হইতে, আর তোমার যে অনিষ্ট হয়— উহা তোমার (জাতের) কারণেই।'

এ জন্য পবিত্র মাহে-রমজানের সমস্ত উৎকৃষ্টতা ও বরকত-কামালাতে-জাতীয়ারই ফল। কেননা, শানে-কালাম ইহার সমস্তকে একত্রিতকারী। আর কোরআন মজীদ এই সমস্ত মর্যাদার অধিকারী। বস্তুতঃ এই পবিত্র মাসের সহিত কোরআন মজীদের পরিপূর্ণ সম্পর্ক আছে। কেননা, আল-কোরআন সমস্ত কামালাতের সমন্বয়কারী এবং এই মাস সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের একত্রিতকারী, যাহা ঐ কামালাতের প্রতিফল স্বরূপ। আর এ কারণেই আল-কোরআন পবিত্র রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার এরশাদঃ

"রমজানের মাস, যাহাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়।" আর এই মাসের মধ্যে রহিয়াছে শবে কদর, যাহা এই মাসের মূল ও নির্যাস স্বরূপ। এই পবিত্র শবে কদরের রাত্রিটি মগজের ন্যায় এবং মাসটি খোসার মত। কাজেই, যে ব্যক্তি এই মাসে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকিয়া কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করে, সে সারা বছর শান্তির সহিত অতিবাহিত করে এবং খায়ের ও বরকতে ভরপুর থাকে। ইয়া আল্লাহ! আপনি আমাদিগকে এই মাসে অধিক নেকী ও বরকত অর্জনের তৌফিক এনায়েত করুন। (আমিন)।

মুকাশিফা–পনর

হজরত স. এরশাদ করিয়াছেন, "যখন তোমাদের কেহ ইফতার করে, তখন সে যেন খেজুর দ্বারা ইফতার করে- কেননা ইহা বরকতময়।"

খেজুর দ্বারা রোজার ইফতার করার রহস্য এই যে, খেজুরের মধ্যে বরকত রহিয়াছে। কেননা, খেজুর গাছ সব দিক দিয়া মানুষের ন্যায় সৃষ্টি হইয়াছে। এই জন্য নবী করিম স. খেজুর গাছকে বনী-আদমের চাচা হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছেন। কারণ, খেজুর গাছকে হজরত আদম আ. এর অবশিষ্ট মাটি দ্বারা তৈরী করা হইয়াছে। যেমন নবী করীম স. এরশাদ করিয়াছেনঃ

“তোমরা তোমাদের চাচা খেজুর গাছকে সম্মান করিবে, কেননা উহাকে হজরত আদম আ. এর পরিত্যক্ত (অতিরিক্ত) মাটি দ্বারা তৈরী করা হইয়াছে।” তাঁহার প্রতি সম্পর্কিত হওয়ার কারণ হইল এই বরকতের মূল উৎস। কেননা, ঐ ফল অর্থাৎ খোরমা দ্বারা ইফতার করার কারণে উহা ইফতারকারীর অংশ হইয়া যায় এবং তাঁহার হকীকতে-জামিআ[১] এই অংশের কারণে ঐ ইফতারকারীর হকীকতের অংশ বিশেষ হইয়া যায়। আর উহাকে ভক্ষণ করা অশেষ কামালাতের অংশ হিসাবে পরিগণিত হয়, যাহা ঐ খেজুরে হকীকতে-জামিআর মধ্যে নিহিত। যদিও খোরমা ভক্ষণের মধ্যে এই গুণ সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু বিশেষতঃ ইফতারের সময় যখন রোজাদার কুপ্রবৃত্তির আসক্তি ও পার্থিব ভোগ-বিলাস হইতে দূরে থাকে, ইহা ভক্ষণে অধিক উপকৃত হয় এবং পরিপূর্ণ বরকত লাভে সক্ষম হয়। হজরত রসূলুল্লাহ স. আরো এরশাদ করিয়াছেন, মোমেনদের সেহেরীর উত্তম খাদ্য হইল খেজুর। ইহা এই দৃষ্টিতে যে, ভক্ষণকারীর ভক্ষণকৃত খাদ্য তাহার শরীরের অংশ হইয়া যায়। এই খাদ্যের হকীকতের দ্বারা তাহা তাহার শরীরের অংশ হইয়া যায়। এই খাদ্যের হকীকতের দ্বারা তাহার হকীকতের[২] পূর্ণতা লাভ হয়। যেহেতু রোজা থাকার কারণে দিনের বেলায় খাদ্য গ্রহণ করা যায় না, ইহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সেহেরীর সময় খেজুর ভক্ষণের জন্য উৎসাহিত করা হইয়াছে। যেন উহা ভক্ষণের ফলে, যাবতীয় খাদ্য-বস্তু ভক্ষণের অনুরূপ ফায়দা প্রদান করে। আর উহার বরকত সবদিক দিয়া, ইফতারের সময় পর্যন্ত প্রকাশ পায়। আর খাদ্যবস্তু সম্পর্কে যে উপকারের কথা এখানে বর্ণিত হইল, উহার মূল উৎস এই যে, উহা যেন শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবহৃত হয় এবং শরীয়তের নির্দেশের আদৌ যেন পরিপন্থী না হয়। বস্তুতঃ এই উপকারের হকীকত তখনই লাভ করা সম্ভব হয়, যখন উহার ভক্ষণ সূরত হইতে হকীকতে গিয়া পৌঁছায় এবং জাহের[৩] হইতে বাতেন[৪] পর্যন্ত সবকিছুকে শান্তি প্রদান করে। অর্থাৎ জাহেরী খাদ্য যেন উহার বাহ্যিক শরীরের জন্য এবং বাতেনী খাদ্য উহার গুপ্ত আত্মার জন্য সাহায্যকারী হয়। কিন্তু খাদ্য ভক্ষণের মূল উদ্দেশ্য যখন কেবলমাত্র বাহ্যিক শরীরের পরিপোষণ হয়; তখন উহাও গ্রহণ করা দোষণীয়। যেমন কোন কবির ভাষায় ঃ

প্রথম লোকমা যেন মনি তুল্য হয়
অতঃপর খাও তুমি-যাহা কিছু রয়।

---

১. সমন্বিত মূলতত্ত্ব। ২. মূলতত্ত্ব। ৩. প্রকাশ্য অর্থাৎ দেহ। ৪. অপ্রকাশ্য অর্থাৎ রূহ বা আত্মা।

রোজাদারের জন্য জলদী ইফতার করা এবং বিলম্বে সেহেরী করার নির্দেশের মধ্যে ইহাই "পরিপূর্ণ খাদ্যের" রহস্য। এখন যদি কেহ এইরূপ প্রশ্ন করে যে, যখন আরিফ[১] ব্যক্তির জন্য "পরিপূর্ণ খাদ্যের" প্রভাব থাকে, তবে তাঁহার জন্য রোজা রাখার নির্দেশের মধ্যে হেকমত[২] কী? ইহার জবাবে আমি বলিব যে, আল্লাহ্‌তায়ালার কোন কোন নাম, যাহা "সামাদিয়াতের" সহিত সম্পর্কিত, রোজা রাখার কারণে, খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকার ফলে, বান্দার মধ্যে ঐ গুণের পূর্ণতা লাভ হয়। হকীকতে-হাল[৪] সম্পর্কে আল্লাহ্‌তায়ালাই অধিক অবগত।

মুকাশিফা-ষোল

আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের উপর শূয়ূনের[৫] প্রাবল্য কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে এবং তাঁহার জাতের উপর সেফাতের[৬] আধিক্য অজুদে-খারিজী[৭] হিসাবে। কেননা, সিফাত বাহিরে জাতের উপর ওজুদে-ষায়েদ[৮] এর সহিত মওজুদ। ইহাই আহলে-হকদের[৯] মাযহাব[১০]। আর শূয়ূন ও সিফাতের মধ্যে পার্থক্য খুবই সূক্ষ্ম। উম্মতে-মোহাম্মদীর স. মধ্যে যাঁহারা কামেল, তাঁহারা এই পার্থক্য সম্পর্কে জ্ঞাত। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এই পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে শূয়ূনকে সিফাত মনে করিয়াছেন এবং বাহিরে সিফাতের অস্তিত্ব থাকাকে অস্বীকার করিয়াছেন। আর ইহা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সর্ববাদী ঐকমত্যের খেলাফ। আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর রাজী (সন্তুষ্ট) থাকুন। এই ফকির এই পার্থক্যকে বিস্তারিতভাবে স্বীয় অন্য পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছে এবং সেইখানে উদাহরণসহ পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত

১. আধ্যাত্মিক পরিচয়প্রাপ্ত পূণ্যবান ব্যক্তি। ২. রহস্য ৩. অমুখাপেক্ষীতা। ৪. প্রকৃত অবস্থা। ৫. আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর মূল। ৬. গুণাবলী। ৭. বাহিরের অস্তিত্ব। ৮. অতিরিক্ত অস্তিত্ব। ৯. আহলে সুন্নাতুল জামাতের। ১০. অভিমত।

করিয়াছে। বস্তুতঃ শূয়ূন দায়েরায়ে-আসলের মধ্যে এবং সেখানে কোন জিল্লিয়াত বা প্রতিবিম্বের প্রবেশাধিকার নাই। এই শূয়ূনের নিচে যে কাবেলিয়াত[১] আছে, ইহা ছায়ার ন্যায়। এই শূয়ূনের জন্য মোহাম্মদীদের[২] হকীকত, তাহাদের শান ও মর্যাদার পার্থক্যের মত। কিন্তু হকীকত হইল এই সমস্তের সমন্বয় মাত্র। যাঁহাদের উপর উহা প্রকাশ পায়, তাঁহাদের প্রতি অশেষ সালাম। এই সমস্ত কুতুবদের 'উরুজের[৩] শেষ সীমা হইল কাবেলিয়াতে উলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত; যাহা হইল হকীকতে মোহাম্মদী স.। এই সমস্ত কুতুবদের মাকাম (স্থান) হইল যেন এই কাবেলিয়াতের কেন্দ্রের বিন্দু তুল্য। আর যিনি কুতুব হন, তিনি এরশাদে পুর মাদার[৪] হইয়া থাকেন। আর যখন তিনি নিচে অবতরণ করেন, তখন তিনি সর্বাপেক্ষা নিচে নামিয়া আসেন। তাঁহাদের উন্নতি এই মাকামের ঊর্ধ্বে আর হয় না। আর যদি কাহারও হয়ও, তবে এই উন্নতি সাধারণভাবে হইয়া থাকে। এই মাকাম হইতে উন্নতি এবং দায়েরায়ে-আসলে প্রবেশ ঐ সময়ের আফরাদের[৫] জন্য খাস। আল্লাহ্ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হউন। আর যতক্ষণ না ফরদিয়াতের মাকামে পৌঁছায় ততক্ষণ এই কামালাত হাসিল হয় না। অবশ্য কোন কোন কামেল ব্যক্তিরা আফরাদদের সহিত সোহবত[৬] থাকার কারণে এবং তাছিরের[৭] কারণে ঐ কামালাতের অংশপ্রাপ্ত হন। যদিও তাঁহারা ফরদিয়াতের মাকাম ও দায়েরায়ে আসলে প্রবেশ করেন না। কেননা, সেইখানে প্রবেশাধিকার আফরাদদের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে অন্যেরাও সেইখানকার অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর আফরাদদের মধ্যেও অনেক পার্থক্য আছে। দায়েরায়ে-আসলে প্রবেশ করিবার পর, তাঁহারা সেখানে শূয়ূনের সহিত পরিচিতি লাভ করেন, যদিও ইহা আয়নে জাত[৮]। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের দিক দিয়া সেইখানে উহা অধিক অনুভূত হয়। যেমন কোন কবির ভাষায়ঃ

যদিও সামান্য হয় প্রিয়ার বিরহ
তবুও সহেনা দিল, দহে অহরহ

সকলেই জাতের দর্শন লাভ করিয়া থাকেন, চাই তিনি শূয়ূনের মর্তবার অধিকারী হউন কিংবা জাতের মধ্যে লয় প্রাপ্ত হউন। অন্যথায় সেইখানে দর্শন লাভের কোন বিকল্প রাস্তা নাই। বস্তুতঃ এই বিশেষ অবস্থার সুরত আলমে

১.উপযুক্ততা, যোগ্যতা বা কার্যক্ষমতা ২. উম্মতে মোহাম্মদী। ৩. ঊর্ধ্বগমনের। ৪. পরিপূর্ণ হেদায়েতের অধিকারী। ৫. কামালাতে বেলায়েত ও কামালাতে নবুওয়াত মাকামধারী অলি। ৬. সংসর্গ। ৭. প্রভাব। ৮. মূল জাত।

মেছালে[১] দর্শনীয় বস্তুর আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপে ইহার এবং অন্যান্য আলফাজের[২] ধারণা করা যায়। আর আলোচ্য দর্শন ও দায়েরায়ে-আসলে প্রবেশ করা ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। আর যাহারা সেইখানে প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং জিল্লিয়াতের[৩] মর্তবায় পূর্ণরূপে পরিভ্রমণ করিয়াছেন তাহাদের দর্শনও দায়েরায়ে-আসলের মত, যাহা আল্লাহ্তায়ালার শানের একত্রিতকারী। অবশ্য জাতের দর্শন কেবলমাত্র আফরাদদের জন্য খাস।

জানা দরকার যে, যাঁহারা জাতের মিলনপ্রাপ্ত হইয়া, আফরাদ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছেন এইরূপ অলির সংখ্যা খুবই বিরল। বস্তুতঃ বিশিষ্ট সাহাবীগণ এবং আহলে বায়েত[৪] এর মধ্যে হইতে বার জন ইমাম (রাজিয়াল্লা আনহুম)–এই সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন। আর বিশিষ্ট অলিদের মধ্যে কুতুব, গাওছুছ ছাকলায়েন, কুতুবে রব্বানী, মহীউদ্দিন শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী (কাঃসিঃ) এই সম্পদের অধিকারী ছিলেন এবং তিনি এই মাকামের খাস শানের মালিক ছিলেন। অন্যান্য অলিগণ এই বিশেষ মাকামের ফয়েজ ও বরকত খুব কমই প্রাপ্ত হন। এই বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার কারণেই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। এইজন্যই তিনি এরশাদ করেনঃ ‘আমার এই পদদ্বয় অন্যান্য অলিদের স্কন্ধে অবস্থিত।’ যদিও অন্যান্য অলিদের কারামত ও ফযীলত অনেক, কিন্তু তিনি এই দিক দিয়া শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। এইজন্য আর কেহই তাঁহার সমতুল্য উরুজ লাভে সক্ষম হন নাই। তিনি এই দিক দিয়া বিশিষ্ট সাহাবী ও বারজন ইহামের সমতুল্য ছিলেন। ইহা আল্লাহ্তায়ালার ফযল (অনুগ্রহ); তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে এই সম্পদে সম্পদশালী করিয়া থাকেন। কেননা, তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

---

১. উদাহরণ জগতে। ২. শব্দসমূহের। ৩. প্রতিবিম্বের। ৪. নবী করীম স. এর বংশধর।

মুকাশিফা– সতের

‘আলমে-আজসাম[১] আলমে-আরওয়াহ্[২] এর জন্য ছায়া তুল্য এবং আলমে-আরওয়াহ্ও আল্লাহ্তায়ালার শূয়ূনাতের জন্য ছায়া সদৃশ যাহা আল্লাহ্তায়ালার নামের ন্যায় আয়নে-জাত[৩]। জিল্লিয়াতে-উলা[৪] যাহা শূয়ূনাতের জিল্লিয়াত (ছায়া), উহা মোহাম্মদী-উল-মাশরাব[৫] গণের সহিত খাস। এইখানে যে অবস্থা হাসিল হয়, উহা আল্লাহ্তায়ালার জাত হইতে লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য তাজাল্লীয়ে-জাতী তাঁহাদের জন্য খাস। ইহা আল্লাহ্তায়ালার ফযল (অনুগ্রহ), তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। কেননা, তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

মুকাশিফা–আঠার

যখন কোন সালেক এইরূপ ইচ্ছা করে যে, সে এই জড়জগতের বাহিরে পদক্ষেপ রাখিবে, তখন কেবলমাত্র আল্লাহ্তায়ালার অনুগ্রহে তাঁহার দৃষ্টি আলমে-আরওয়াহ এর উপর গিয়া পড়ে যাহা এই আলমের (বিশ্বের) আসল বা মূল। আর জিল্লিয়াতের সহিত সম্পর্কিত থাকার কারণে আলমে আরওয়াহ্ বিশেষতঃ শূয়ূনাতকে অথবা আসমা (নাম) কে এই জড়জগতের জন্য, যাহা জিল্ এর জিল্[৬] স্বরূপ, তাহাকে সত্য মনে করিতে থাকে এবং তাহার এইরূপ দর্শনকে সত্য দর্শন

---

১. জড় জগত। ২. সূক্ষ্ম জগত ৩. নিছক জাত। ৪. প্রথম প্রতিবিম্ব।৫. মোহাম্মদ স. এর ঘাটে পানি পানকারী বা অনুসারী। ৬. প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব।

হিসাবে মনে করে। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে তাহার এই দর্শন, 'আলমে-আরওয়াহ্, যাহা উহার আসলের সহিত সম্পর্কিত। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ঊর্ধ্বমুখী থাকায়, তিনি কেবল উপরের দিকেই দেখিতে থাকেন এবং নিম্ন জগতকে আলমে আরওয়াহ্ মনে করিয়া, সেইখানে হকীকতের হুকুম লাগান। যদিও তিনি সেই সময় উহাকে আত্মিকভাবে অবগত হন না, তবুও তিনি উহাকে সত্য হিসাবে ধারণা করিতে থাকেন এবং নিজেকে ও আলমকে সত্য জানেন। অবশেষে তাঁহার দৃষ্টি হইতে জড়জগত রহিত হইয়া যায় এবং সেইখানে তিনি আলমে-আরওয়াহ্কে আত্মিক আয়নার মধ্যে অবলোকন করিতে থাকেন। এই সময় তিনি রূহানীভাবে উহা অবগত হওয়ার কারণে এইরূপ বলিতে থাকেন যে, হক সুবহানুহু তা'আলা মওজুদ আছেন। আর তিনি ভিন্ন আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এইরূপ দর্শনের প্রাবল্যের কারণে কেহ কেহ নিজের আমিত্বকে ভুলিয়া যান এবং নিজের অস্তিত্বকে হারাইয়া ফেলেন। এই দুইটি অবস্থাতেই তিনি সুরতের তাজাল্লী (আলো) প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার দর্শন স্থান থাকে কেবলমাত্র 'আলমে-আরওয়াহ্ বা সূক্ষ্মজগত। অবশ্য কখনও কখনও এই মাকামে তাঁহার জন্য বাকা[১] লাভ হইয়া থাকে এবং লুপ্ত আমিত্ব ফিরিয়া আসে। এমতাবস্থায় তিনি নিজকে হক বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি রূহের কারণে স্থিতি লাভ করেন এবং তাঁহার আমিত্ব রূহের উপর আসিয়া পড়ে। আর কখনও এইরূপও হয় যে, তিনি এই বাকাকে (স্থিতি) হককুল ইয়াকীন[২] মনে করেন, যেমন কেহ কেহ এইরূপ করিয়াছেন। আর ফানা[৩] ও বাকাকে প্রথম পদক্ষেপে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মাকামে এলমুল ইয়াকীন, আয়নুল ইয়াকীন ও হককুল ইয়াকীন[৪]কে ধারণা করেন এবং এইরূপে মনজিল মকছুদে পৌঁছিতে অক্ষম হন। যেমন কোন কবির ভাষায় ঃ

যে কীট প্রস্তর পুটে রয়েছে গোপন,
উহাই তাহার কাছে আসমান ভূবন।

---

১. বাকাঃ আল্লাহ্তায়ালার এসেম, সিফাত, শান ও ই'তিবার এবং পবিত্র গুণসমূহে জ্ঞান লাভের পর এমন অবস্থায় উপনীত হওয়া, যাহাকে কোন বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না এবং ইংগিতেও প্রকাশ করা যায় না। তাঁহাকে কেহ স্বীয় জ্ঞানে আনিতে পারে না এবং অনুভবও করিতে পারে না। এই সায়েরকে বাকাবিল্লাহ বলা হয়।

২. বাস্তব জ্ঞান। ৩. ফানা ঃ সৃষ্ট বস্তুসমূহের এলেম বা জ্ঞান পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ার পর অবশ্যম্ভাবী আল্লাহ্তায়ালার জাতের জ্ঞান লাভ করাকে ফানা বলে। ৪.ইহা য়াকীন বা বিশ্বাসের তিনটি স্তর। ইহার প্রথমটির চাইতে দ্বিতীয়টি মজবুত এবং দ্বিতীয়টি হইতে তৃতীয়টি আরও সুদৃঢ়।

আর আল্লাহ্‌তায়ালা সম্পর্কে এইরূপ ধারণা যে, তিনি সমস্ত জগতকে ঘিরিয়া আছেন, তিনি সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে আছেন, বহুত্বের মধ্যে এককের দর্শন ইত্যাদি ধরনের অন্যান্য খেয়াল, যাহা এই তরিকার মধ্যে নতুন আমদানী হইয়াছে— সবই এই মাকামের কারণে। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই জড়জগত, সূক্ষ্ম জগতের দ্বারা ঘেরা। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহ তাঁহার উপর পতিত হওয়াতে এবং তিনি ঐ ঘূর্ণাবর্তে পড়ার কারণে তাঁহার দৃষ্টি আলমে আরওয়াহ্ এর আসলের উপর গিয়া পড়ে, যাহা শূয়ূনাত ও আসমার আকস বা প্রতিবিম্ব। এই দৃষ্টির কারণে আলমে-সাবেক (পূর্ববর্তী জগত) সম্পর্কে অজ্ঞতার সৃষ্টি হয় এবং নিজ ও আলম (সৃষ্ট-জগত) সম্পর্কে যাহা সত্য মনে হইত তাহা তিরোহিত হইয়া যায়। এইভাবে আল্লাহ্‌তায়ালার ঘিরিয়া থাকা বা অন্যান্য কথার প্রভাবও কম হইতে থাকে। এইরূপ দর্শনের কারণ হইল শূয়ূন অথবা আসমা, যাহা পবিত্রতার সহিত সম্পর্কিত এবং উহা এই আলমের (বিশ্বের) সহিত কোনই সম্পর্ক রাখে না। এইরূপ দর্শনের প্রাবল্যের কারণে আলমে আরওয়াহ্ এর দর্শন লুপ্ত হইয়া যায় এবং উহা আয়নার মত হইয়া যায়। যাহার ফলে আসমা ও শূয়ূনের দর্শন সেখানে হইতে থাকে। এমতাবস্থায় আমিত্ব আবার গুপ্ত হইয়া যায় এবং দর্শিত বস্তুর মধ্যে আমিত্বকে হারাইয়া ফেলে। অতঃপর এইখানে একরূপ বাকা লাভ হইয়া থাকে এবং নিজের জন্য সেইখানে একটি এসেমের সৃষ্টি হয় যাহা তাহার দর্শন স্থান হয়। যেমন— সালেক নিজেকে তখন এলেম, কুদরত অথবা এরাদাসম্পন্ন পায়। আর এই এসেমের কারণে, নিজেকে আল্লাহ্‌র সমস্ত এসেমের সহিত সম্পৃক্ত অনুভব করে। আল্লাহ্‌তায়ালার নামের এই ধরনের তাজাল্লীকে তাজাল্লীয়াতে মা'আনুবি[১] বলা হয়। আর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সালেকের যদি এই স্থান হইতে উন্নতি লাভ হয়, তখন তাহার দর্শন আল্লাহ্‌তায়ালার আসমা ও শূয়ূনের আয়নায় হইয়া থাকে। আর এই আয়না সুপ্ত হওয়ার কারণে আসমার শান তাহার দৃষ্টি হইতে গুপ্ত হইয়া যায়। আর এই মাকামে শূয়ূন ও আসমা সুপ্ত হওয়ার কারণে, সেফাতের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে অনুভব করিতে পারে না।

---

১. মৌলিক তাজাল্লী।

মুকাশিফা—উনিশ

আল্লাহ্‌তায়ালার অন্বেষণের পথে সত্যানুরাগীদের জন্য যে রাস্তা প্রকাশিত হয়, উহা দুই ধরনেরঃ ১। তওহীদে শুহুদী, ২। তওহীদে ওজুদী।

প্রথম শ্রেণীর তওহীদের জন্য প্রয়োজন যে, যতক্ষণ না তালেবের[১] দর্শন এককের মধ্যে সীমিত হয় এবং তাঁহার দৃষ্টি হইতে ফানার মাকামে যতক্ষণ না বহুত্বের দর্শন বিদূরিত হয় যাহা বেলায়েতের প্রাথমিক স্তর; ততক্ষণ তিনি উহার অংশপ্রাপ্ত হন না আর ওহদাত (একক) দেখার অর্থ এই নয় যে, সবকিছুকে একক দেখিবে বরং বহুত্বের মধ্যে একক দর্শন করিবে[২], কিন্তু এই সময় তালেব অধিককে আয়নে-ওহদাত (একক) জানেন। একইভাবে অধিকের অর্থ এই যে, কোন সম্ভাব্য সূরত বা বিশেষ রূপ অথবা ধারণা যাহা বিদূরীত হওয়ার পর প্রকৃত ওহদাতের দর্শন লাভ হয়। আল্লাহ পানাহ! আল্লাহ পানাহ! যেমন কোন কবি বলেনঃ

> হেথায় হাজার বিন্দু-জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
> কলন্দরী[৩] হয় কি শুধু মস্তক মুণ্ডনে?

বস্তুতঃ দৃষ্টি হইতে যখন আধিক্য বিদূরিত হয়, তখন সব সময়ই একক দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ নয় যে, কখনও দৃষ্টি হইতে আধিক্য বিদূরীত হয়, আবার কখনও উহা দর্শন হয়। আধিক্যের এইরূপ হ্রাস অস্তিত্বহীনতার শামিল। ফানার মাকামের সহিত ইহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই আর তাকমীলের[৪] মাকামে যে বাকা লাভ হয়, সেইখানে যে আধিক্য প্রকাশ পায় উহা এককরূপে সব সময় দর্শনে আসে। আর এই মাকামে অধিক ও সবসময় দেখা যায়। এইরূপ নয় যে, কখনও একক এবং কখনও অধিক দর্শন লাভ হয়। কেননা, সেইখানে ফানা ও বাকা[৫] একে অপরের সহিত মিলিত থাকে অর্থাৎ সেখানে ফানার মধ্যে বাকা এবং বাকার মধ্যে ফানা সম্পৃক্ত থাকে।

---

১. আল্লাহ্‌তায়ালার অনুসন্ধানকারী ২। যাহাকে অন্যভাবে বলা হয়ঃ "হামা আয উস্ত" (সবই উহা হইতে)। ৩. উদাসীন ফকিরের দল, যাহারা নিজের দেহ ও পার্থিব সকল বিষয়ে উদাসীন থাকে। ৪. পূর্ণতা প্রাপ্তির। ৫. লয় ও স্থিতি।

তওহীদের দ্বিতীয় শ্রেণীটি, আল্লাহ্‌তায়ালার অন্বেষণের রাস্তায় জরুরী নয়। কেননা, এই রাস্তায় গমনকালে কখনও হঠাৎ উহা দৃষ্টিগোচর হয় এবং কখনও হয় না। যাহাদের কলবের আকর্ষণ অধিক হয়, যাহা সুলুকের অধিক রাস্তা অতিক্রমের ফলে সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাহারা অধিকাংশ সময় এই ধরনের তওহীদের অধিকারী হইয়া থাকে। আর একটি সম্প্রদায় আছে, যাহাদের কলবের আকর্ষণ অধিক হওয়া সত্ত্বেও এই ধরনের তওহীদের সন্ধান পায় না। এই ধরনের তওহীদের মূল ভিত্তি হইল— সুকুরে-ওকত[১] গালবাহে-হাল[২] এবং কলবের মহব্বতের আধিক্য। কাজেই ইহা আত্মিকশক্তির অধিকারীদের সহিত খাস। যে সমস্ত বুজর্গরা কলবের এই মাকাম অতিক্রম করিয়া শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন এবং কলবের মূলে গিয়া মিলিত হইয়াছেন, আর নেশামুক্ত হইয়া বাস্তব অবস্থা প্রাপ্তির পর রূহের আকর্ষণ পয়দা করিয়াছেন; তাঁহাদের সহিত তওহীদে ওজুদীর কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও আছেন, যাহারা হকীকত সম্পর্কে খবর দেন, আর কিছু এমনও আছেন, যাঁহাদের সহিত নফী-ইছবাতের কোন সম্পর্ক নাই। পূর্ববর্তী যুগের সুফিদের তরিকা এইরূপ ছিল, যাঁহাদের সম্পর্ক এই তওহীদের সহিত খুবই কম ছিল, বরং বলা যায়, তাঁহাদের এই তওহীদের সহিত কোন সম্পর্কই ছিল না। তাঁহাদের সুলুক দশটি মাকাম অতিক্রম করার মধ্যেই সীমিত ছিল, যাহার সম্পর্ক ছিল তাযকীয়ায়ে নফসের[৩] সহিত। তওহীদে ওজুদীর মাকাম হইল মহব্বতে কলবী[৪]। পূর্ববর্তী সূফিদের কিছু কথা, যাহা তওহীদ সম্পর্কে, যেমন— আনালহক ও সুবহানী; ইহার দ্বারা তওহীদে ওজুদী নয়, বরং তওহীদে শূহুদী অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে, যাহাতে উহা তাহাদের সুলুকের অনুরূপ হইতে পারে। অবশ্য এইখানে জজবার[৫] সহিত মিলিত একটি সুলুকের সম্ভাবনা আছে, যাহা তওহীদে ওজুদীর সালেকের ভ্রমণপথে আসিয়া থাকে। আর কেহ কেহ ইহা অতিক্রম করিয়া শেষবিন্দু পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন। আর কেহ কেহ এই মাকামের সহিত অধিক মহব্বতের কারণে এইখানেই আবদ্ধ থাকেন।

জানা দরকার যে, তওহীদে ওজুদীর একটি বিশেষ অবস্থা, যদ্দ্বারা পূর্ববর্তী সুফিগণ মোরাকাবা করিতেন, যথা— "লা-ইলাহা মওজুদুন ইল্লাল্লাহু"-ইহার সহিত সম্পর্কিত ছিল। ইহা এইরূপ তওহীদ, যেইখানে খেয়ালের পূর্ণ অধিকার আছে। বস্তুতঃ পুনঃ পুনঃ এইরূপে জিকির করাতে, খেয়ালের মধ্যে একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহার সহিত মহব্বতের আদৌ কোন সম্পর্ক নাই। যদিও জজবা ও মহব্বতের সহিত সম্পৃক্ত হওয়া ব্যতিরেকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয় না, তবুও ইহার প্রভাব খুবই

১.সাময়িক মত্ততা। ২. হালের প্রাবল্য। ৩. নফসের পবিত্রতা অর্জন। ৪. কলবের মহব্বতের সহিত সম্পৃক্ত। ৫. আত্মিক আকর্ষণ।

ক্ষীণ। তুমি জানিয়া রাখ যে, তওহীদে ওজুদীর পরেই তওহীদে শূহুদীর জ্ঞান লাভ হয়। যাহারা দুই ধরনের তওহীদের অধিকারী, প্রাথমিক পর্যায়ে ইহারা অধিক দর্শনের অধিকারী হন। আর যতক্ষণ না এই অধিক দর্শন তাঁহার দৃষ্টি হইতে বিদূরিত হয়, ততক্ষণ তওহীদে শুহুদী লাভ হয় না, আর ইহারা তওহীদে ওজুদীর আগে যাইতে পারেন না। আল্লাহ্তায়ালা এই গ্রন্থের লেখক (মোজাদ্দেদে আলফে সানি র.)কে এই দুই ধরনের তওহীদের জ্ঞান প্রদান করেন। প্রথম অবস্থার তওহীদে ওজুদী প্রকাশ লাভ করে এবং কয়েক বৎসর এই মাকামে তিনি অবস্থান করেন, আর এই মাকামের গুপ্তরহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন। অতঃপর আল্লাহ্তায়ালা অশেষ অনুগ্রহবশতঃ তাঁহাকে এই মাকাম অতিক্রম করান এবং তওহীদে শূহুদীর মাকাম ইনায়েত করেন; আর এই দুই মাকামের জ্ঞান ও মারেফাত সম্পর্কেও অবহিত করান।

বস্তুতঃ তওহীদে ওজুদীর সায়েরের[১] স্থান হইল সায়েরে আফাকী[২], এবং এই সায়েরের সর্বশেষ সীমা হইল তওহীদে শূহুদী, যাহার ব্যাখ্যা করা হয় ফানার দ্বারা। আর বাকা লাভের পর শুরু হয় সায়েরে আনফুসী[৩]। এই যুগের কিছু লোকও নিজেদেরকে এই দলভুক্ত হিসাবে মনে করেন। যখন তালেব[৪] নিজেকে 'আয়নে-হক হিসাবে প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা সায়েরে-আনফুসীর অন্তর্ভুক্ত। আর যে সমস্ত জিনিসকে আয়নে-হক হিসাবে প্রাপ্ত হয়, উহা সায়রে আফাকী হিসাবে পরিচিত। আল্লাহ্তায়ালা হককে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সত্য পথ প্রর্দশন করেন। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ্ই সমধিক অভিজ্ঞ, আর তাঁহার নিকটই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

---

১. আত্মিক ভ্রমণ ২. বহির্জগত। ৩. নফসের মধ্যে পরিভ্রমণ।৪. আল্লাহ্তায়ালাকে অন্বেষণকারী। ৫. সত্যের অনুরূপ।

মুকাশিফা–বিশ

প্রিয় ভাইয়েরা, এখন কাজের সময়, কথার নয়। জাহের ও বাতেন[১] সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র মহব্বতে পাগল-পারা থাকা দরকার। আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত চক্ষুও খোলা উচিত নয়। তাই কোন সুফির বক্তব্যঃ

ইহাই তো মূল কাজ যারে মনে রাখি।
ইহা ছাড়া মূল্যহীন যাহা কিছু বাকী।

মুকাশিফা–একুশ

বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে, আপনি আপনার সবক এবং উহার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন নাই। এইরূপ আশা পোষণ করিবেন যে, যাঁহারা দ্বীনের উপর মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের তরিকার অনুসরণ করিবেন; যাহা পবিত্র বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং নকশবন্দিদের উজ্জ্বল নূর দ্বারা নূরান্বিত হইয়াছে। কেননা, ঐ সমস্ত বুজর্গদের কথা ঔষধের ন্যায় এবং দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করা রোগ মুক্তির কারণস্বরূপ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁহাদের সহিত সহবতের[২] কারণে বহুবৎসরের কাজ মুহূর্তের মধ্যে সমাধা করা সহজ হয়। আর তাঁহাদের সামান্য দৃষ্টিপাত বহু বছরের চিল্লাকাশী হইতে শ্রেয়ঃ। কেননা, অন্যদের শেষ অবস্থা ইহাদের প্রাথমিক অবস্থায় অর্জিত হইয়া থাকে। ইহাদের তরিকা সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী তরিকা। আর তাঁহাদের নেসবত (সম্পর্ক), সমস্ত নেসবতের চাইতে

---

১. প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য। ২. সম্পর্ক স্থাপনের বা সংসর্গে থাকার ফলে।

উৎকৃষ্ট ও উত্তম। হজরত খাজা নকশবন্দ র. বলিয়াছেন, আমি অন্য তরিকার শেষ বস্তুকে আমার তরিকার প্রারম্ভে প্রবেশ করাই। তিনি আরও বলেন, হকের মা'রেফাত বাহাউদ্দীনের জন্য হারাম, যদি আমার প্রারম্ভ হজরত বায়েজীদের শেষ অবস্থার মত না হয়। তিনি আরও এরশাদ করেন, আমার তরিকা আল্লাহ্প্রাপ্তির জন্য সবচাইতে নিকটবর্তী এবং নিশ্চয়ই ইহা গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়।

হজরত খাজা আহ্‌রার র. বলেন, আমার নেসবত[১] সমস্ত নেসবত হইতে উৎকৃষ্ট। তিনি এই নেসবতের দ্বারা সর্বক্ষণ আল্লাহ্তায়ালার ধ্যান বা খেয়ালের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই সমস্ত মর্যাদাবান অলিদের কারখানা খুবই উচ্চ স্তরের। প্রত্যেক আরম্ভ ও শেষকারীর সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। মাওলানা আবদুর রহমান জামী কা. সি. বলেন,

এতো সেই প্রস্তরময় মদীনার ধন
এখন যা বোখারাতে পেয়েছে জীবন।
বোখারায় নকশা আঁকে শাহে নকশবন্দ
কে আছে আশেক তার নসীব বুলন্দ?
শুরুতেই শেষ মিলে তার তরিকায়,
শেষ তার কি বাহার বলা নাহি যায়।

কতই না আশ্চর্যের বিষয়! তাঁহার সহবত[২] এতই মূল্যবান সম্পদ সদৃশ যে, অল্প সময়ের মধ্যেই উহা সালেকদেরকে কামালাতের[৩] দরজায় পৌঁছাইয়া দেয়। এখনও সেই সম্পদ উহার সংরক্ষণকারীদের নিকট আমানত স্বরূপ আছে। যাহারা চায়, ঐ সম্পদ যেন তাঁহাদের নিকট হইতে অর্জন করে। আল্লাহ্তায়ালা তওফীক[৪] দেওয়ার মালিক।

প্রিয় ভ্রাতঃ! একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে মিয়া শায়েখ ফরীদকে তোমার নিকট পাঠাইলাম। যদ্দ্বারা তুমি তোমার বাতেনী সবকের[৫] উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হউক। আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে সত্য পথ প্রদর্শন করুন। তোমার একথা জানা উচিত যে, বেলায়েত এবং নবুওয়াত— এই দুইটি সম্পদ লাভ করা, আল্লাহতায়ালার নৈকট্য অর্জনের সহিত সম্পৃক্ত। ইহা ব্যতীত বান্দার জন্য উরুজ[৬] বা নুজুল[৭] লাভ করা সম্ভবপর নয়। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালার

---

১. আল্লাহ প্রাপ্তির রাস্তার সম্পর্ক। ২. সান্নিধ্য, সংশ্রব। ৩. পূর্ণতার। ৪. ক্ষমতা, যোগ্যতা। ৫. আধ্যাত্মিকতার স্তর। ৬. উর্ধ্ব-গমন, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ। ৭. অবতরণ, আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের পর মাখলুকের হেদায়তের জন্য প্রত্যাবর্তন।

নৈকট্যলাভ বেচুঁ[১] এবং বেচেঁগু[২]। অবশ্য যে নেসবত (সম্পর্ক) এই বেচুঁর সহিত সম্পর্কিত হয় উহাও বেচুঁতে রূপান্তরিত হয়। কাজেই বান্দার পক্ষে যতক্ষণ না এই গুণে গুণান্বিত হওয়া সম্ভব হয়, ততক্ষণ সে এই নৈকট্য অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। আর সাধারণ লোকেরা এই নৈকট্য সম্পর্কে যাহা কিছু অনুভব করে, বরং অধিকাংশ কাশফধারী অলিগণ, তাঁহাদের দর্শনের মাধ্যমে যাহা কিছু অবলোকন করেন; তাহার দ্বারাই আস্বাদ প্রাপ্ত হন। আর তাঁহাদের এই আস্বাদ লতীফাসমূহের[৩] মাধ্যমে লাভ হয়। তাঁহারা উহার মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার জাতে উপনীত হন, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ্তায়ালা উহা হইতেও অনেক উচ্চে অবস্থিত।

আল্লাহতায়ালার নৈকট্য দুই ধরনেরঃ ১। তাঁহার জাতে জাল্লাশানুহু এর নৈকট্য, ২। তাঁহার সেফাতের নৈকট্য। আর যে নৈকট্য আসমা[৪] ও সেফাতের ছায়ার সহিত সম্পৃক্ত, প্রকৃতপক্ষে উহা কুরবের (নৈকট্যের) দায়েরাহ (বৃত্তের) বাহিরে অবস্থিত; আর ইহাকে রূপক অর্থে কুরব বলা হয়। আমার বক্তব্য এই যে, আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যপ্রাপ্তি মূলতঃ আম্বীয়া আ.দের জন্যই নির্ধারিত, যাঁহারা স্ব-স্ব যোগ্যতা অনুসারে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর নবুওয়াতের মর্তবার পূর্ণতাপ্রাপ্তি হইল পূর্ণ অনুসরণ। কাজেই আম্বীয়া আ. এর অনুসারীগণ, তাঁহাদের অনুসরণের দ্বারা, তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে এই মর্যাদা প্রাপ্ত হন। আর যাঁহারা মূলতঃ অনুসরণের দ্বারা আল্লাহ্তায়ালার জাতী নৈকট্য লাভে সক্ষম হন, তাঁহারাই হইলেন সাবেকীন বা অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভুক্ত। যাহাদের সম্পর্কে আল-কোরআনে আছে, 'ওয়াস্সাবেকুনাস সাবেকুন' অর্থাৎ যাঁহারা উচ্চ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী তাঁহারাই অগ্রবর্তী দলের অন্তর্ভূত। তাঁহারা খাস কুরবের[৬] অধিকারী, তাঁহারাই আরামের বাগে[৭] অবস্থান করিবেন। তাঁহাদের একটি বড় দল অগ্রবর্তীদের মধ্য হইতে হইবে এবং কমসংখ্যক পরবর্তী লোকদের মধ্য হইতে।

সত্যকথা এই যে, অগ্রবর্তীদের মধ্যে হাজার হাজার আম্বীয়া আ. ছিলেন, আর ছিলেন তাঁহাদের লক্ষ লক্ষ আসহাব বা সাথী। শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স. এবং তাঁহার প্রিয় আসহাবগণও ইহাদের মধ্যে শামিল যাহাদের সংখ্যা অনেক। আর পরবর্তী কম সংখ্যক লোকদের মধ্যে হজরত মেহ্দী আ. ও তাঁহার সাথী সংগীগণ হইবেন, যাহারা আখেরী উম্মত হিসাবে এই দৌলতের অধিকারী হইবেন। এই সম্পর্কে নবী করীম স. এরশাদ করেন, আমি জানিনা যে, আমার উম্মতের প্রথম অংশ উত্তম না শেষ অংশ।

---

১. অতুলনীয়। ২. রূপ ও বর্ণনাহীন। ৩. মানব দেহের সূক্ষ্ম তন্ত্রীসমূহ।৪. আল্লাহতায়ালার নামসমূহ। ৫. গুণাবলী। ৬. বিশেষ নৈকট্যের। ৭. বেহেশতে।

আর সেফাতের কুরব (নৈকট্য) হইল কামেল[১] আওলীয়াদের অংশ। আর তাঁহারা ইহা স্ব-স্ব যোগ্যতা অনুসারে প্রাপ্ত হন। আর এই নৈকট্য আম্বীয়াদের বেলায়েতের পূর্ণ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। নবীদের পূর্ণ অনুসারীগণ এই দুর্লভ সম্পদের অধিকারী হন। যদিও অধিকাংশের অভিমত এই যে, এই কুরব (নৈকট্য) জাতের কুরব নয়। বরং বে-রংগী[২] ও বে-সেফাতী[৩] হওয়ার কারণে, যাহা জাতের একটি বিশেষ গুণ; তাঁহারা সন্দিহান হইয়া পড়েন এবং তাজাল্লীয়ে সিফাতকে তাজাল্লীয়ে জাত মনে করেন। এই বেলায়েতের কামালাত (পূর্ণতা), কুরবে-সিফাতের সহিত সম্পৃক্ত। আর জিল্লে-কামালাত, নবুওয়াতের মর্তবার ন্যায় যাহা কুরবে জাতের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর যাঁহারা আসমা ও সিফাতের ছায়ার সহিত বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পর্ক রাখেন, উহা ঐ বেলায়েতের প্রতিবিম্ব সদৃশ। যদিও এই ধরনের কুর্‌বের সহিত বেলায়েতের সম্পর্ক আছে, তবুও ইহা ভুল-ক্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। যেমন, এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। কেননা, তাঁহারা কুরবে-জিলকে[৪] যাহা দায়েরায়ে ইমকানের[৫] বাহিরে অবস্থিত, কুরবে-আসল[৬] মনে করিয়াছেন। আর ইহার উপর তাঁহারা বেলায়েতকে প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রচলিত ধারণায়, যাহারা এইরূপ নৈকট্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও অলিদের মধ্যে শামিল। তাঁহারা ফানা-বাকারও অধিকারী ছিলেন। কেননা, ইহারা দায়েরায়ে-ইমকান হইতে নির্গত হইয়া জিলালে-ওজুব[৭] পর্যন্ত পৌঁছান। বস্তুতঃ ইহারা ইমকান হইতে খালী হইয়া জিল্লে-ওজুবের সহিত বাকা লাভ করেন।

জানা দরকার যে, দায়েরায়ে-ইমকান হইতে বাহির হওয়া এবং জিলালে-ওজুবীর মধ্যে প্রবেশ করা দর্শনের দিক দিয়া ধারণা করিতে হইবে। এইরূপ নহে যে, প্রকৃতপক্ষে ইমকান হইতে বাহির হইয়া, জিলালে ওজুবের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। ইহা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। জানিয়া রাখ, নবুওয়াতের মর্তবা, যাহার সম্পর্ক হইল জাতের নৈকট্যের সহিত; বেলায়েতের মর্তবার দিক দিয়া উহা বিশাল সমুদ্রের ন্যায়। নবুয়তের বিশাল সমুদ্র হইতে বেলায়েত কয়েকটি ফোঁটা লাভ করিয়াছে মাত্র। আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের সহিত সিফাতের সম্পর্ক এইরূপ। কাজেই সিফাতের প্রতিবিম্বে আর কি লাভ হইতে পারে? বস্তুতঃ মর্তবায়ে নবুওয়াতের দর্শন, দর্শনের রংয়েই পৃথিবীতে বিরাজমান, না উহা পৃথিবীর বাহিরে অবস্থিত, আর না উহা পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত বা অমিশ্রিত। আর ইহা বেলায়েতের

---

১. পূর্ণ। ২. রংহীন। ৩. গুণহীন। ৪. প্রতিবিম্বের নৈকট্যকে। ৫. অস্তিত্বের বৃত্ত। ৬. আসল নৈকট্য। ৭. উপযুক্ত প্রতিবিম্ব।

দর্শনের খেলাফ[১]। কেননা বেলায়েতের মাকামে যখন পূর্ণ উরুজ লাভ হয়, তখন সেখানে পৃথিবীর বাহিরের জগতের দর্শন লাভ হয়; আর নুজুলের (অবতরণের) সময়, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের দর্শন বা নিজের আত্মিক দর্শন লাভ হয়। বস্তুতঃ কামালাতে-নবুওয়াতের অধিকারী ব্যক্তির সম্পর্ক আল্লাহ্তায়ালার সহিত আবদিয়াত[২] এর সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরপক্ষে যাঁহারা কামালাতে বেলায়েতের অধিকারী তাঁহারা আলমকে[৩] জাত ও সিফাতে ওজুবীর আয়না হিসাবে মনে করেন। আর তাঁহারা আল্লাহ্তায়ালার আসমা ও সিফাতকে কামালাতের[৪] প্রতিবিম্ব হিসাবে মনে করেন। আর যাঁহারা কুরবে-জিলের সহিত অধিক সম্পর্ক রাখেন, তাঁহাদের মধ্য ইহার দর্শন অধিক হইয়া থাকে। আর যাঁহাদের সহিত ইহার সম্পর্ক কম থাকে, তাহাদের দর্শন কম হইয়া থাকে। কিন্তু এই দর্শন আসল হইতে শূন্য নয়। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী নন, আর অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নন। কেননা, তাঁহারা আদৌ নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন।

বস্তুতঃ কামালাতে নবুওয়াতের অধিকারী ব্যক্তিগণ সবসময়ই সৃষ্টিজগতের সহিত একটি নিবিড় সম্পর্ক রাখেন। তাঁহারা না সৃষ্টিজগত ইহতে ঊর্ধ্বে গমন করেন, আর না তাঁহারা সেখানে অবতরণ করেন। কেননা, তাঁহারা তাঁহাদের লক্ষ্যবস্তুকে সৃষ্টিজগত হইতে বাহিরে মনে করেন না, যদ্দ্বরুন তাঁহারা সেখানে উরুজ করিয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিতে আগ্রহী হন। আর তাঁহারা তাঁহাদের লক্ষ্যবস্তুকে সৃষ্টিজগতের মধ্যে গুপ্তও মনে করেন না, যদ্দ্বরুন সেখানে অবতরণের প্রয়োজন হয়। বরং তাঁহাদের সম্মুখে দুই জগতই দৃশ্যমান। কিন্তু কামালাতে বেলায়েতের অধিকারী ব্যক্তিদের অবস্থা অন্যরূপ।

একইরূপে ওলামায়ে-আহলে হকদের[৫] অভিমত— আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টিজগতের মধ্যে নন, আর না তিনি উহার বাহিরে। আর না তিনি উহার সহিত মিশ্রিত বা অবিমিশ্রিত। এই অভিমতটি নবুওয়াতের তাক হইতে সংগৃহীত এবং আম্বীয়া আ.দের অনুসরণের মাধ্যমে ইহা আহরিত হইয়াছে। কেননা, কামালাতে বেলায়েতের অধিকারী ব্যক্তিদের দর্শন, এই মারেফাত হইতে অনেক দূরে অবস্থিত।

---

১. পরিপন্থী। ২. দাসত্ব। ৩. সৃষ্টি জগতকে। ৪. পূর্ণতা প্রাপ্তির। ৫. সত্যাশ্রয়ী আলেম।

বস্তুতঃ কামালাতে-নবুওয়াতের অধিকারী ব্যক্তিদের দৃষ্টি যখন পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি জগতের দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ হয় অর্থাৎ তাঁহারা যখন প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে সৃষ্টি জগতকে অবলোকন করেন, এমনকি তাহাদের বাতেন[১] হক সুবহানুহ তায়ালাকে দর্শন করিতে থাকে এবং জাহের[২] সৃষ্টি জগতের দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ থাকে। তাঁহারা উপরের দিকে দৃষ্টিপাতের সময়, তাঁহাদের দৃষ্টি আল্লাহ্তায়ালার প্রতি নিবদ্ধ থাকে; আর সৃষ্টিজগতের দিকে দৃষ্টিপাতের সময়, তাঁহাদের দৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে সৃষ্ট বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। এই সমস্ত বুজুর্গদের জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি এইভাবে দুইদিকে আবদ্ধ থাকে। অপরপক্ষে কামালাতে বেলায়েতের অধিকারী ব্যক্তিদের অবস্থা ইহার ভিন্নরূপ। কেননা, তাঁহাদের বাতেন স্ব-স্ব গোপন অবস্থার দিকে নিবদ্ধ থাকে, আর তাঁহাদের জাহের সৃষ্টি জগতের দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ থাকে। আর এই অবস্থাকে মাকামে তাকমীল[৩] বলা হয়। আর এই শূহুদকে[৪] শূহুদে-হক[৫] ও শূহুদে-খালকের[৬] একত্রিতকারী শূহুদ বলা হয়। আর এই মাকাম ইহল মাকামাতে বেলায়েত ও দাওয়াত এর পূর্ণরূপ। যাহারা যে অবস্থার অধিকারী, তাঁহারা উহাতেই সন্তুষ্ট। বিগত হাজার বৎসরে কেহই এই দুর্লভ মারেফাত সম্পর্কে কিছু বলিয়াছে, তাহা জানা যায় না। যাহারা ইহার স্বাদ আস্বাদন করে নাই, তাহারা কিইবা বলিবে? তাহারা এইজন্য ক্ষমার যোগ্য।

জানা দরকার যে, প্রত্যাবর্তনের সময় যখন দৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন উহার আলামত[৭] এই যে, তাহাদের অবশিষ্ট কাজ যেন উপরেই থাকে, আর তাহারা মকছুদে হাকীকি[৮] পর্যন্ত পৌঁছান নাই। অপরপক্ষে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন দৃষ্টি পরিপূর্ণভাবে মোতাওয়াজ্জোহ্ হয়, তখন জানা যায়, যে কাজকে পূর্ণতার স্তরে পৌঁছাইয়া দিয়া মখলুকের তরবিয়তের[৯] দিকে রুজু[১০] করে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্য, তিনি যদি আমাদিগকে হেদায়েত না দিতেন, তবে আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হইতাম না। আমাদের পরোয়ারদিগারের রসূলগণ সত্যসহ প্রেরিত হইয়াছিলেন। যাহারা আল্লাহ-প্রদত্ত এলেম লাদুন্নীর অধিকারী তাঁহারা উহার সাহায্যে মখলুকের হেদায়েতের কার্য সম্পাদন করেন। ইহা আল্লাহ্তায়ালার ফযল[১১], তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। আল্লাহ্তায়ালা অধিক অনুগ্রহশীল।

১.অপ্রকাশ্য অবস্থা। ২. প্রকাশ্য অবস্থা। ৩. পূর্ণতার স্থান। ৪. দর্শনকে। ৫. আল্লাহ্তায়ালার দর্শন। ৬. মাখলুকের দর্শন। ৭. নিদর্শন। ৮. প্রকৃত উদ্দেশ্যু। ৯. প্রতিপালনের। ১০ ফিরায়। ১১.অনুগ্রহ।

মুকাশিফা-বাইশ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য এবং তাঁহার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম। প্রিয় ভ্রাতঃ শায়েখ মোহাম্মদ তাহির বাদাখশী জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, রেসালায়ে মাবদা ও মা'আদে; উল্লেখ আছে, যেমন কা'বার সুরত, সুরতে মোহাম্মদী সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য সেজদার স্থান, ঐরূপ উহার হকীকতও হকীকতে মোহাম্মদী স. এর জন্য সেজদার স্থান স্বরূপ। এই বক্তব্যের দ্বারা হকীকতে মোহাম্মদীর স. এর উপর, পবিত্র কাবার হকীকতের মর্যাদা বেশী হওয়া বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সমস্ত সৃষ্টিজগত এবং ইহার মধ্যেকার সমস্ত সৃষ্টবস্তুর সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হইলেন তিনি। যদি তিনি স. সৃষ্ট না হইতেন, তবে সৃষ্টিজগতের কিছুই সৃষ্টি হইত না এবং আল্লাহ্‌তায়ালার রবুবিয়াতের[১] প্রকাশ হইত না। যেমন ইহা হাদীছে উল্লেখ আছে।

জানা দরকার যে, কা'বার সুরতের অর্থ উহার প্রস্তরাদি ও মাটি বা ইটের টুকরা নয়। কেননা, যদি এইরূপ ধারণা করা যায় যে, যদি উহার (কা'বার) প্রস্তরাদি ও মাটি বা ইটের টুকরা কিছুই না থাকিত, তবুও কা'বা কা'বাই এবং সমস্ত সৃষ্টিজগতের সেজদার স্থান। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যদিও কা'বার সুরত জড়জগতের একটি আকৃতি মাত্র, তথাপিও উহা হকীকতের[২] দিক দিয়া আলমে আমরের[৩] এমন একটি সৃষ্টি, যাহা বাহ্যিক চিন্তা ও ধারণার বহির্ভূত। আর যে সমস্ত বস্তুকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি, উহা কখনই সেজদার স্থান হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে উহার (কা'বার) হকীকত সুরতের মাধ্যমে একটি অভিনব সৃষ্টি, যে সম্পর্কে বুদ্ধি-জ্ঞান কিছু করিতে অক্ষম এবং জ্ঞানীরা উহা সম্পর্কে কিছু স্থির করিতে অপারগ। বস্তুতঃ উহা যেন আলমের[৪] মধ্যে একটি বেচুঁ[৫] ও বেচেঁগু[৬] এর নিদর্শন। আর কা'বার মধ্যে এই অতুলনীয় সৃষ্টির নিদর্শন বিদ্যমান। আর যতক্ষণ উহা এইরূপ না হইবে, ততক্ষণ উহা সেজদা পাওয়ার যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হইবে না। এইজন্য সমস্ত মাখলুকাতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হজরত নবী করীম সল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহাকে তাঁহার কেবলা হিসাবে পাওয়ার জন্য আকাংখিত ছিলেন; যাহা আল-কোরআনের দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য

---

১. আল্লাহ্‌তায়ালা যে সকলের প্রতিপালনকারী, ইহা বুঝা যাইত না। ২. মূলের, সৃষ্টির, আসল উদ্দেশ্যের দিক দিয়া। ৩. সূক্ষ্ম-জগতের। ৪. সৃষ্টি জগতের। ৫. তুলনাহীন। ৬. রূপ ও বর্ণনাহীন।

অভিমত। পবিত্র কা'বা সম্পর্কে আল-কোরআনে আরও উল্লেখ আছে যে ফীহি আয়াতুন বায়্যিনাতুন অর্থাৎ ইহার মধ্যে পরিষ্কার নিদর্শন আছে। ইহা ছাড়া আল্লাহ্তায়ালা আরো এরশাদ করেন, 'ওয়ামান দাখালাহু কানা আমেনান' অর্থাৎ যে ব্যক্তি এখানে প্রবেশ করিবে, সে নিরাপত্তা লাভ করিবে। কা'বার স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন স্বীয় সৃষ্টি সম্পর্কে নিজেই এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন। কাজেই ইহা দ্বারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, উহা অতুলনীয় রূপ ও বর্ণনাহীন একটি মহান সৃষ্টি। আল্লাহ্তায়ালা আরো এরশাদ করেন, 'ওয়া লিল্লাহিল মাছালুল আলা' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালার জন্য সুউচ্চ নিদর্শনাবলী আছে। এই নশ্বর পৃথিবীতে ইহা হকীকতের একটি বিন্দু মাত্র, যাহা গৃহের সুরতে বিদ্যমান। দুনিয়ার ধন-সম্পদশালী ব্যক্তিদের জন্য উঠা বসা ও আরাম-আয়েশের জন্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই পবিত্র ঘরটি (কা'বা) দুনিয়ার সমস্ত ময়লা-আবর্জনার কলুষতা হইতে মুক্ত।

হাদীছে কুদসীতে আছেঃ কিন্তু মোমিন বান্দার কলবে আমার স্থান সংকুলান হয়। অর্থাৎ মোমিন বান্দার কলব অতুলনীয়। কাজেই মহান আল্লাহ্তায়ালার অসীম কুদরতের বহিঃপ্রকাশ সেখানে সম্ভব। বস্তুতঃ কা'বা দুনিয়ার সাধারণ ঘর-বাড়ীর মত না হওয়ার কারণেই উহা সৃষ্টি জগতের সেজদার স্থান হিসাবে স্থিরীকৃত। হজরত মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ স. নিজের দিকে সেজদা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন নাই, বরং তিনি স. স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ ফিরাইয়া সেজদা দিয়াছেন। কাজেই, উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদ ও যাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া সেজদা দেওয়া হয় উহাদের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু।

হে প্রিয় ভ্রাতঃ! যখন তুমি কা'বা সম্পর্কে কিছু জানিলে, এখন সামান্য কিছু উহার হকীকত সম্পর্কে শ্রবণ কর। হকীকতে কা'বা হইল মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীনের একটি তুলনাহীন সৃষ্টি, যেখানে প্রতিবিম্বের কোন স্থান নাই। আর উহা হইল মা'বুদিয়াত ও মাসজুদিয়াতের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। কাজেই এই হকীকতকে যদি হকীকতে মোহাম্মদী স. এর সেজদার স্থান বলা হয় তবে অসুবিধা কি? আর উহার ফযীলত, তাঁহার স. উপর কি কম? অবশ্য হজরত মোহাম্মদ স. এর হকীকত, বিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত সৃষ্টি জগতের হকীকত হইতে সমধিক। কিন্তু পবিত্র কা'বার হকীকত সৃষ্টি জগতের হকীকতের অনুরূপ নয়; কাজেই উহাকে উহার দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা ঠিক নয়। অতএব হকীকতে কা'বার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জ্ঞানী-গুণীগণ হকীকতে কা'বা ও হকীকতে মোহাম্মদী র. মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম হন নাই। যাহার ফলে তাঁহারা ইহাদের মর্যাদা সম্পর্কে নানারূপ উক্তি করিয়াছেন। আল্লাহ্তায়ালা ইহার উত্তম ফয়সালাকারী। আর কেহ যেন অজ্ঞতার কারণে কোনরূপ সমালোচনায় লিপ্ত না হয়। ইয়া আল্লাহ্! আপনি আমাদের গোনাহ্সমূহকে মার্জনা করুন এবং আমরা সীমালংঘন হেতু যাহা কিছু করি তাহার ক্ষমা করুন। আপনি আমাদিগকে হক ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং কাফেরদের মোকাবিলায় আমাদিগকে বিজয়ী করুন। (আমিন)।

মুকাশিফা–তেইশ

এই মারেফাতটি আশানুরূপ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল-হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন, ওয়াস-সলাতু ওয়াস সালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালীন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহিত তাহেরীন আজমা'য়ীন।

এরশাদ[১] অনুযায়ী ফতুহুল গায়েব পুস্তকটির বিশেষ বিশেষ অধ্যায় পঠিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত অধ্যায়ের মুখ্য বিষয়বস্তু হইল প্রবৃত্তির ফানা হওয়া, যাহা এই রাস্তায় চলার জন্য একটি পদক্ষেপ স্বরূপ এবং কার্যসমূহের বিকাশের একটি প্রতিফল মাত্র এবং প্রথম তাজাল্লীস্বরূপ। আপনি লিখিয়াছিলেন, এই উত্তম কিতাবের মূল উদ্দেশ্য হইল খালক্ব, নফ্স, খাহেশ, এরাদা ও এখতিয়ারের ফানা হওয়া। ফকিরের দৃষ্টিতে মনে হইতেছে, আপনি সমস্ত বিষয়কে কারামতের দৃষ্টিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে উপস্থিত যে, ফায়দা[২] প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা এই যে, বেলায়েতের মর্তবা খুবই উচ্চ মর্তবা, বিশেষতঃ আঁ-হজরত স. এবং সমস্ত আওলীয়াদের বেলায়েতে কোবরা।

প্রিয় বৎস! খাহেশ ও এরাদাকে ফানা করা, আসল মকছুদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং উহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল যোগ্যতা অর্জন করা, যদ্দ্বারা সীমাহীন তাজাল্লীর বিকাশ সাধন হয়। আর উহা এই তাজাল্লীয়াত, যদি উহার একটি ক্ষুদ্র অংশও প্রকাশ পায়, তবে উহার ফলশ্রুতিতে সম্ভবতঃ নিকটবর্তী লোকেরা দূরে গমন করিবে। আর দূরবর্তী লোকদের ব্যাপারে কিছু বলার তো অবকাশই নাই। ইহা প্রকাশের ফলে কুরব[৩] ও মানাযিলের মর্তবায় যেরূপ প্রশস্ততা হাসিল হয়, যদি উহার সামান্যতম অংশও বিধৃত হয়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইলহাদ ও যিন্দীকের[৪] হুকুম দিবে। আর এই সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমতের কথা কিছু না বলাই ভাল। তাহাদের সামনে খাহেশ ও এরাদার ফানা হওয়ার কথা মুখে আনা খুবই লজ্জার বিষয়। অলস ব্যক্তিদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনে এই ধরনের ফানার বিষয় উল্লেখ করা হয় এবং ইহাকে ভূমিকা স্বরূপ বলা হয়। কাজেই জানা গেল যে, কামালাতে বেলায়েত, যাহার সহিত আওলীয়াদের মর্যাদার

---

১. নির্দেশ। ২. উপকার। ৩. নৈকট্য। ৪. নাস্তিকতার।

সম্পর্ক উহা অন্য জিনিস। আর খাহেশ ও এরাদার ফানা হওয়া, একটি মিশ্রিত জিনিস, যাহা অর্জন ব্যতীত কামালাতে বেলায়েতের মর্তবা হাসিল হয় না।

পেতে হলে মালিকের মূল দরশন,
বিলীন করিতে হবে অস্তিত্ব আপন।

কামালাতে বেলায়েতের সামান্য কিছু পরিচয় বর্ণিত হইল। জিকিরের প্রাথমিক পর্যায়ে, সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে জিকিরকারী হিসাবে অনুমিত হয়, চাই উহা ঊর্ধ্বজগতের বস্তু হউক কিংবা অন্তর জগতের। আর তাওয়াজ্জোহের[১] সময় প্রত্যেক অণু-পরমাণুকে আল্লাহ্তায়ালার দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা জিকিরের মাকাম হইতে উচ্চতর মাকাম। আর দর্শনের সময়, যাহার সম্পর্ক হইল আলমের[২] সহিত উহা দর্শনের আয়নায় প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং এই সময় এইরূপ মনে হয় যে, প্রতিটি অণু-পরমাণুই আসমা ও সিফাতের[৩] একত্রিতকারী।

মুকাশিফা–চব্বিশ

হে জনাব! যে এরাদাত সালেকের এখতিয়ার ও ইচ্ছা ফানা হওয়ার পর হাসিল হয়, উহার জন্য এইরূপ হওয়া জরুরী নয় যে, কারামত ও অলৌকিক ঘটনা ইচ্ছা করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা সংঘটিত হইবে। যেমন সাধারণ লোকেরা এইরূপ ভুল ধারণা করিয়া থাকে। বরং ইহা সম্ভব যে, কোন কামেল ব্যক্তি এইরূপ অবস্থা লাভ করা সত্ত্বেও তিনি কারামত ও অলৌকিক শক্তির কিছুই প্রকাশ করেন না। আর ইহাও সম্ভব যে, এইরূপ অবস্থার অধিকারী ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর লোকদের চাইতে উত্তম।

শায়খুশ-শূয়ূখ 'আত্তারিফ' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লাহ্ সুবহানাহু তাঁহার বান্দার উপর কারামত ও অলৌকিক নিদর্শনাবলীর প্রকাশ তাহার তরবিয়ত[৪] এবং তাহার ইমানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য করিয়া থাকেন। অতঃপর তিনি কাশফের অধিকারী ব্যক্তিদের ঘটনাবলী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, এই সমস্ত আল্লাহ্তায়ালার বখশিস[৫], আর তিনি মাঝে মাঝে তাঁহার কোন কোন প্রিয়

---

১. খেয়ালের। ২. সৃষ্টি-জগতের। ৩. আল্লাহ্তায়ালার নাম ও গুণের। ৪. প্রতিপালন। ৫. অনুগ্রহ, দান।

বান্দাদেরকে ইহা দান করেন। অবশ্য ইহাদের চাইতে অধিক মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিও সেই সময় থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা ইহার (কারামতের) কিছুই প্রাপ্ত হন নাই। আর যাহারা পূর্ণ বিশ্বাসের অধিকারী, তাঁহাদের জন্য এই ধরনের অলৌকিক কিছুর প্রয়োজন হয় না। আর এই সমস্ত কারামত কলবে জিকির স্থিতি লাভ করার পরই হাসিল হইয়া থাকে ইত্যাদি।

শায়খুল ইসলাম হারবী র. তাঁহার মানাযিলুস সায়ে'বীন গ্রন্থে প্রায় একই ধরনের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রেক্ষাপটে আমার নিকট ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মারেফাতের অধিকারী ব্যক্তিদের ফিরাসাত[১] ইহা পার্থক্য করিবার জন্য যথেষ্ট যে, কে আল্লাহ্তায়ালার অধিক নিকটবর্তী আর কে নয়। আর তাঁহারা ইহাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন যে, কে আল্লাহ্তায়ালার জিকিরে সর্বক্ষণ মশগুল। ইহাই মারেফাতের অধিকারী ব্যক্তিদের ফিরাসাত। কিন্তু কঠোর সাধনা, ক্ষুধার্ত থাকা, নির্জনবাস এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতার দ্বারা অর্জিত ফিরাসাত যাহা আল্লাহ্তায়ালার মিলন ব্যতীত অর্জিত হয়, উহাকে কাশফে সুর[২] বলে। আর উহা ঐ সমস্ত গোপন বিষয়ের কাশফ, যাহা আল্লাহ্তায়ালার জন্য খাছ। বস্তুতঃ তাহাদের কেবলমাত্র সৃষ্ট বস্তুর তরফ হইতেই বিনিময় প্রাপ্তি ঘটে। আর ইহা এই কারণে যে, এই সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্র দৃষ্টি হইতে গোপন। কিন্তু আহলে মারেফাতদের[৩] অবস্থা এইরূপ নয়। বরং তাঁহাদের শোগল[৪] এইরূপ হয় যে, আল্লাহ্তায়ালার প্রকৃত মারেফাত তাঁহাদের উপর প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ তাঁহাদের খবরাদি আল্লাহ্র তরফ হইতে হইয়া থাকে। আর অধিকাংশ আহলে আলীম[৫] যাহারা আল্লাহ্তায়ালার সহিত সম্পর্কচ্যুত হইয়া দুনিয়ার কাজ কর্মে মশগুল থাকেন; তাহাদের অন্তর কাশফে সূরীর সহিত সম্পর্কিত থাকে। এইজন্য তাহারা এই সমস্ত লোকদের তাজিম করেন এবং মনে করেন যে, ইহারাই আহলুল্লাহ[৭] এবং তাঁহার বিশেষ লোক। আর তাহারা হকীকতে কাশফের অধিকারী ব্যক্তিদের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহাদের দোষারোপও করিয়া থাকেন। আল্লাহ তাহাদের ইহার প্রতিফল দিবেন। তাহারা আরো বলেন, এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যদি তাহাদের দাবী অনুযায়ী আহলে হক[৮] হন, তবে তাঁহারা আমাদিগকে সমস্ত সৃষ্ট-জীবের অবস্থা সম্পর্কে খবর দিতেন। আর তাহারা কিরূপে ইহার উপর সামর্থ্য রাখে? তাঁহাদের সম্পর্কে যাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বা তাঁহাদিগকে যাহারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহাদের এইরূপ ধারণা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা সত্যজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ। তাহারা ইহা জানে না যে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে সৃষ্টিজগতের দিক হইতে এবং অন্যান্য সকল বিষয় হইতে অমুখাপেক্ষী করিয়াছেন। আর তাহারা

---

১. দূরদৃষ্টি বা অন্তরদৃষ্টি। ২. কোন জিনিসের আকৃতি অন্তরদৃষ্টি দিয়ে দেখা। ৩. মারেফাতের অধিকারী ব্যক্তি। ৪. ধ্যান খেয়াল ৫. সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ। ৬. সম্মান। ৭. আল্লাহর আহাল বা পরিবার সত্যাশ্রয়ী হকের অনুসারী।

যদি সৃষ্টি জগতের অবস্থার দিকে মোতাওয়াজ্জোহ্ হইতেন, তবে তাঁহরা আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হইতে পারিতেন না। কাজেই আহলে-হক সৃষ্টিজগতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন না, যেমন আহলে-খালক আল্লাহ্‌তায়ালার জাত ও সেফাত সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। আমরা আহলে-হকদেরকে এইরূপ দেখিয়াছি যে, যখনই তাঁহারা কাশফে-সুরের দিকে সামান্যতম খেয়াল করেন; তখন তাঁহারা উহার মাধ্যমে এমন জিনিসের সন্ধান লাভ করেন, যাহা সাধারণতঃ অন্যেরা লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আমার নিকট ইহাই হইল মারেফাত। আর ইহা ঐ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে ফিরাসাত, যাহার সম্পর্ক আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত সম্পৃক্ত। আর সাধারণ মুসলমান, নাসারা, য়াহুদী ও অন্যান্য লোকজন ইহার শরীক (অংশীদার) নয়। কেননা, ইহারা আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট শরীফ নন। তাহারা তাহাদের পরিবার পরিজনদের সহিত সংশ্লিষ্ট।

মুকাশিফা–পঁচিশ

দায়রায়ে জিল্[১] হইল আল্লাহ্‌তায়ালার আসমা[২] ও সেফাত[৩]। এই মর্তবা তাআয়ূনাতে-খালায়েক[৪] এর সহিত সম্পৃক্ত। অবশ্য আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সম্মানিত ফেরেশতাগণ ইহার অন্তর্ভূত নহেন। আর প্রত্যেক এসেমের[৫] জিল্[৬] উহার জন্য নির্ধারিত মূলের সহিত সংশ্লিষ্ট। আর হকীকতে[৭] এই দায়েরায়ে-জিল্ আস্‌মা ও সেফাতের ব্যাখ্যা স্বরূপ। যেমন সেফাতে এলেম একটি হাকীকি সেফাত, আর উহার অংশবিশেষ হইল এই সেফাতের প্রতিবিম্ব, যাহা উহার সহিত সম্পর্কিত। আর আম্বিয়া ও ফেরেশতাগণ ব্যতীত, প্রত্যেকটি বস্তু উহার হকীকতের সহিত সম্পৃক্ত। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাদের সৃষ্টির মূল উৎস হইল এই প্রতিবিম্বের মূল। অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের সমষ্টি। যেমন– সেফাতে-এলম, সেফাতে-কুদরত, সেফাতে-এরাদাত ইত্যাদি। আর প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষতঃ একটি সেফাতের সহিত সংশ্লিষ্ট। যেমন শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ স. এর সৃষ্টির মূল উৎস হইল সেফাতে এলেম। অন্যদিক দিয়া হজরত নূহ আ. এর সৃষ্টির মূল উৎসও ঐ একই সেফাত। আর লোকেরা যে বলেন, হজরত মোহাম্মদ স. এর হকীকত সমস্ত

১. ছায়ার বৃত্ত, ২. পবিত্র নামসমূহ, ৩. গুণাবলী, ৪. প্রতিটি মখলুকের সৃষ্টির মূল, ৫. নামের, ৬. ছায়া, প্রবিম্ব, ৭. প্রকৃতপক্ষে।

আম্বিয়ায়ে কিরামের সারবস্তু স্বরূপ। আর তাঁর তাআয়্যুনে-আউয়াল[১], যাহাকে ওহদাত বলা হয়, উহা এই দায়েরায়ে জিলের কেন্দ্রবিন্দু। আর এই দায়েরায়ে-জিল্‌কে সৃষ্টির প্রথম স্তর ধরা হয়। আর এই কেন্দ্রকে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব হিসাবে ওয়াহ্‌দাত নাম দেওয়া হইয়াছে। আর এই কেন্দ্রের ব্যাসকে ওহেদীয়াত হিসাবে ধারণা করা হয়। আর দায়েরায়ে জিলের উপরস্থ মাকামকে, (যাহা আসমা ও সেফাতের বৃত্ত) তুলনাহীন জাত হিসাবে কল্পনা করা হয়। কেননা তাহারা সেফাতকে জাতের অনুরূপ বলিয়াছেন। আর ইহার অধিক তাহারা অনুধাবন করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে এই দায়েরা (দায়েরায়ে জিল) উপরস্থ কেন্দ্র স্বরূপ, যাহা উহার আসল। আর ইহাকে দায়েরায়ে-আসমা ও সেফাত বলা হয়। আর হকীকতে মোহাম্মদী স. এই দায়েরায়ে আসলের কেন্দ্র স্বরূপ। আর কেন্দ্রের জিলের হকীকতকে ধারণা করা, আসলের সহিত জিলের সংমিশ্রণের উপর নির্ভরশীল। আর হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর সৃষ্টির মূল উৎস ইহাই, যিনি নবী করীম স. এর পর সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দায়েরাটি আসমা ও সেফাতের জন্য খাস। আর দ্বিতীয় বৃত্তটি, যাহা ইহার উপরে অবস্থিত– উহা এই আসলের আসল। আর এখানে একটি বৃত্তের পরিধি আছে, যে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হই নাই, আর এই মূলের মূল সম্পর্কে জ্ঞানলাভ আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের সহিত সম্পৃক্ত, যাহা সেফাতে-যায়ে'দা[২] এর মূল উৎস স্বরূপ। সায়েরের[৩] সময় যখন এখানে উপনীত হই, তখন এইরূপ মনে হইতে থাকে যে, আমি আমার অভিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছি। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়, বরং উহা ছিল উড্ডয়নের জন্য একটি ডানা স্বরূপ, যাহা এসমে-জাহেরের[৪] সহিত সংশ্লিষ্ট। আর এসমে-বাতেন[৫] তখনও সম্মুখে ছিল; আর সে সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপরই প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় ডানার।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তায়ালার অনুগ্রহে এসমে-বাতেনের সায়ের সম্পন্ন হওয়ায়, দ্বিতীয় ডানাও প্রস্তুত হইয়া যায়, যাহার ফলে অভিষ্ট স্থান পর্যন্ত ভ্রমণ করা আমার জন্য সম্ভব হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালার শোকর, যিনি আমাকে ইহার জন্য হেদায়েত দান করিয়াছেন। আর যদি তিনি আমাকে হেদায়েত প্রদান না করিতেন, তবে আমি কখনই হেদায়েতপ্রাপ্ত হইতাম না। আমাদের পরোয়ারদিগারের পয়গম্বর এই সত্যসহ আগমন করিয়াছেন।

এসমে-বাতেনের সায়ের সম্পর্কে আর কি লিখিব। এই অবস্থার সম্পর্ক হইল গোপন ভেদের সহিত এবং ইহা ধারণা বহির্ভূত ব্যাপার। তবে এই মাকাম সম্পর্কে

---

১. সৃষ্টির মূলতত্ত্ব, ২. অতিরিক্ত সেফাত বা গুণ, ৩. আত্মিক ভ্রমণ, ৪. প্রকাশ্য নাম, ৫. গোপন নাম।

শুধু এতুটুকু বলা যায় যে, এসমে-জাহেরের সায়ের হইল সিফাতের সায়ের[১], যেখানে আল্লাহ্‌তায়ালার জাতের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক নাই। আর এসমে বাতেনের সায়ের যদিও আসমার সায়ের, কিন্তু ইহা আল্লাহ্‌র জাতের সহিত সম্পৃক্ত। আসমা[২] সায়েরের রংয়ে রঞ্জিত, যাহার পশ্চাতে আল্লাহ্‌তায়ালার জাত বিদ্যমান। যেমন এলেমের[৩] (সিফাত) মধ্যে জাত বিদ্যমান নাই কিন্তু আলীম[৪] (এসেম) এর মধ্যে জাত বিদ্যমান; যাহা এলেমের পর্দার অন্তরালে অবস্থিত। কেননা, আলীম (মহাজ্ঞানী) সেই জাত (সত্তা) যিনি জ্ঞানের অধিকারী। কাজেই এলেমের মধ্যে সায়ের হইল– এসমে জাহেরে সায়ের সদৃশ এবং আ'লীমের মধ্যে সায়ের হইল– এসমে বাতেনের মধ্যে সায়েরের অনুরূপ। ইহার উপর সমস্ত সিফাত ও আসমাকে অনুমান করা যায়। ঐ সমস্ত আসমা যাহার সম্পর্ক এসমে-বাতেনের সহিত, উহাই আমাদের নবী হজরত মোহাম্মদ স. এর সৃষ্টির মূল উৎস। এই পার্থক্যকে সামান্য মনে করিবে না এবং বলিবে না যে, এলেম হইতে আলীম পর্যন্ত রাস্তা খুবই নিকটবর্তী। মনে রাখিবে, কখনও এইরূপ নয়। বরং যে দূরত্ব জমিন হইতে আরশ পর্যন্ত বিদ্যমান, সিফাত ও এসেমের সায়েরের দূরত্বের তুলনায় ইহা বিন্দু তুল্য। এসমে বাতেনের সায়েরের উদাহরণ হইল অতল সমুদ্রের মতো। ইহা বর্ণনায় খুব কাছে মনে হইলেও অর্জন করা খুবই কঠিন। ইহা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল (অনুগ্রহ), তিনি যাহাকে ইচ্ছা ইহা প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ খুবই অনুগ্রহশীল। এসমে জাহের ও এসমে বাতেনের দুইটি ডানা লাভের পর, রূহানী উড্ডয়নের মাধ্যমে যখন আমার উরুজ[৫] লাভ হয়, তখন আমার মনে হইতে থাকে যে, আসলে এই উন্নতি আমার দেহের আগুনের অংশের, আর ইহার সহিত পানি, বাতাস, সম্মানিত ফেরেশতা ও নবী করীম র.ও সংযুক্ত। এই সায়েরের সময় আমাকে দেখান হয় যে, আমি যেন একটি রাস্তায় সায়ের করিতেছি, আর অত্যধিক চলার কারণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। এই সময় আমার হাতে একখানি লাঠি ছিল, যাহার উপর ভর করিয়া আমি চলিতেছিলাম, কিন্তু রাস্তা ছিল খুবই দুর্গম, যাহার ফলে চলা ছিল খুবই কষ্টসাধ্য। আর এ চলার সময় আমি চলার পথে প্রাপ্ত প্রত্যেকটি জিনিসকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছিলাম, যাহাতে আমার চলার ধারায় গতির সঞ্চার হয়। আর এই সময় চলা ছাড়া আমার জন্য আর কোন গত্যন্তর ছিল না। বিশেষ একটি সময় পর্যন্ত আমার এই সায়ের জারী থাকে; এমতাবস্থায় আমি একটি শহরের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হই, যাহা অতিক্রমের পর আমি সেই শহরে প্রবেশ করি। তখন আমার মনে হইতে থাকে যে, এই শহরটি হইল সৃষ্টির

---

১. আল্লাহর গুণরাজির মধ্যে ভ্রমণ, ২. আল্লাহ্‌তায়ালার নামাবলী, ৩. জ্ঞানের, ৪. মহাজ্ঞানী, ৫. উর্ধ্বে গমন।

মূল উৎস স্বরূপ। যাহা আসমা, সিফাত, শূয়ূন ও ইতিবারকে[১] একত্রিতকারী এবং উহা সমস্ত মর্তবার মূলের একত্রিতকারী। আর এই মূল জাতী-ইতিবারের সমাপ্তির শেষ প্রান্ত অর্জিতজ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত। অতঃপর যদি সায়ের[২] হয়, তবে উহা সাক্ষাৎ-জ্ঞান সদৃশ। আর এই প্রথম তা'আয়য়ূন সমস্ত বেলায়েতের শেষপ্রান্ত। চাই উহা বেলায়েতে কোবরা হউক বা বেলায়েতে উলিয়া যাহা ফেরেশতাদের সহিত সম্পর্কিত। আর ইহা সমস্ত আম্বীয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতামণ্ডলীর জন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। এই মাকামে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, তা'আয়য়ূনে-উলা[৩] সম্ভবতঃ ঐ হকীকতে মোহাম্মদী, যাহার সম্পর্কে মাশায়েখগণ বর্ণনা করিয়াছেন। তখন আমি জানিতে পারি যে, না উহা তাহা নয়। বরং হকীকতে মোহাম্মদী অন্য জিনিস, যে সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। কাজেই এই শহরের উপরে যে সায়ের হয়, উহা কামালাতে নবুওয়াতের সায়ের যাহা আম্বীয়া আ.গণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে লাভ করিয়াছেন। আর কামেল অলিগণ তাঁহাদের পরিপূর্ণ অনুসরণের মাধ্যমে উহা অর্জন করেন। আর এই কামালাতে মৃত্তিকার একটি বিশেষ অংশ রহিয়াছে। মানবদেহের সমস্ত অংশ, চাই উহা আলমে আমরের অন্তর্ভুক্ত হউক বা আলমে খালকের সবই এই মাকামে ঐ পবিত্র মাটির অনুসারী। আর মাটির দেহের প্রাধান্য ফেরেশতাদের উপর এইরূপে হাসিল হইয়াছে। কারণ এই যে, মানুষের সৃষ্টি বিশেষভাবে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্কিত। যদিও সৃষ্টির মূল পদার্থ চতুষ্টয়ের (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) কামালাত, কামালাতে মুতমাইন্নার উপরে, যেমন সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হইয়াছে; তথাপিও মুতমাইন্না এই বেলায়েতের মাকামের সহিত এবং 'আলমে আমরের সহিত সম্পর্কিত থাকার কারণে মত্ততাপূর্ণ। আর তন্মধ্যে ইসতিগরাকের মাকামে[৪] অবশ্যই বিরোধিতার কোন ক্ষমতা নাই। আর মৌলিক পদার্থের সম্পর্ক যেহেতু নবুওয়াতের মাকামের সহিত অধিক, সেইজন্য উহার মধ্যে নিষ্কলুষতার প্রভাব অধিকতর। অবশ্য কিছু কিছু উপকার ও ফায়দা হাসিলের জন্য উহার মধ্যে কখনও কখনও বৈপরীত্যও লক্ষ্য করা যায়, যাহা উহার সহিত সম্পর্কিত।

---

১. আল্লাহ্‌তায়ালার গুণাবলীর মূল ২. আত্মিক ভ্রমণ। ৩. প্রথম তাআয়য়ূন। ৪. আল্লাহ প্রেমে বিভোর হওয়ার স্তরে।

মুকাশিফা–ছাব্বিশ

প্রিয় ভাই খাজা মোহাম্মদ হাশিম একদা জিজ্ঞাসা করেন যে, কোন কোন বুজর্গ এই দুইটি ব্যাপার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। যাহার একটি হইল হাজার বৎসর পরে হকীকতে মোহাম্মদী, হকীকতে আহমদীতে পরিণত হন। এ সম্পর্কে আলোচনা নিম্নে করা হইল। এই আলোচনায় এই দুইটি এসেমের[১] নামকরণের সার্থকতা প্রমাণিত হইবে। আলোচনার শেষে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে কিনা উহা লক্ষণীয়। দুইটি নামবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি, যদ্‌দ্বারা দুইটি বিশেষ কামালাতে উদ্দেশ্য যদি উহাদের একটির পর অন্যটি দীর্ঘদিন পরে প্রকাশিত হয়, তবে উহাতে আপত্তির কি থাকিতে পারে? আর এক কামালাত[২] হইতে অন্য কামালাত পর্যন্ত উন্নতি করে, (যাহা স্বভাবতই তাহার মধ্যে লুপ্ত আছে) তবে ক্ষতি কি? অবশ্য তথাকথিত দার্শনিকদের মতবাদ এই যে, তাহারা সৃষ্টির আদিতে কার্যতঃ সমস্ত কামালাত অর্জিত হওয়ার পক্ষপাতী এবং প্রচেষ্টার দ্বারা কর্মের দিকে উন্নতি করাকে তাহারা বৈধ মনে করেন না। তাহাদের এইরূপ ধারণার মূল কারণ হইল তাহারা স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন। যে ব্যক্তির দুইটি দিন একইরূপ হয়, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূত। এই কারণেই সম্ভবতঃ হজরত ঈসা আ. যিনি রসূলুল্লাহ স. এর আবির্ভাবের এক হাজার বৎসর পরে (কোন এক সময়ে) পুনরায় নাযিল[৩] হইবেন, তিনি নবী করীম স.কে আহমদ নামে স্মরণ করিয়াছেন এবং তিনি স্বীয় কওমকে রসূলুল্লাহ স. এর আগমনবার্তা সম্পর্কে সুসংবাদ এই ‘আহমদ’ নামেই দিয়াছেন, যাহা ঐ এসেমের[৪] দওলতের[৫] যুগ ছিল। অন্যথায় এই অপ্রসিদ্ধ নামের স্মরণের সার্থকতা কি হইতে পারে? যদ্‌দ্বারা সৃষ্টজীবেরা সন্দেহে আপতিত হইবে এবং ঐ অপ্রচলিত এসেমের দ্বারা ঐ ব্যক্তির সন্ধান পাইবে না? বস্তুতঃ ইহার দ্বারা ধারণা করা উচিত যে, রসূলুল্লাহ স. জমিনে মোহাম্মদ স. এবং আসমানে আহমদ স. নামে পরিচিত। কেননা কামালাতে মোহাম্মদী স. জমিনবাসীদের

---

১. নামের। ২. পুর্ণতা প্রাপ্তি। ৩. অবতরণ। ৪. নামের। ৫. সমৃদ্ধির

সহিত সম্পৃক্ত এবং কামালাতে আহমদী স. আসমান এবং উহার অধিবাসীদের সহিত সম্পর্কিত। আর যখন রসুলুল্লাহ স. এর ইনতেকালের এক হাজার বৎসর পূর্ণ হয়, যাহা সময়ের ব্যষ্টি মাত্র, এই সময়ে কার্যক্রমের পরিবর্তনের ফলে তাঁহার স. সম্পর্ক জমিনের অধিবাসীদের সহিত ক্ষীণ হয়। এই সময়ে কামালাতে আহমদী বিকশিত হইতে থাকে এবং উহার জ্ঞান ও পরিচিতির প্রকাশ শুরু হয়। এইরূপ হওয়াতে সন্দেহের কি আছে? সন্দেহবাদীদের এইরূপ সন্দেহ পোষণের কারণই বা কি? যেখানে হকীকত অবস্থিত, সেইখানে তো কোন সময়ের প্রবাহ ও পরিবর্তনের কথা বলা হয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, হকীকতের অর্থ কি এবং পবির্তনের উদ্দেশ্য কি? ইহার জবাব এই যে, হকীকতের কোন পরিবর্তনই হয় না, বরং ইহা এক পূর্ণতা হইতে অন্য পূর্ণতার প্রতি পরিবর্তিত হয় এবং এক রং হইতে অন্য রংয়ে রঞ্জিত হয়। এই বর্ণনার দ্বারা এ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল, যাহা পূর্বে করা হইয়াছে। ইহার আসল উদ্দেশ্য হইল স্বীয় হকীকত। অন্যথায় বছরের কথা কেন? আর এইরূপ কেন বলা হইয়াছে যে, হাজার বছরের দোয়া কবুল হইবে? ইহা এইজন্য যে, হকীকতে আহমদীর স. আবির্ভাব হইবে। এখন হাজার বছরের উপকারের বিষয় পরিষ্কার হইয়া গেল।

দ্বিতীয়তঃ সন্দেহের বিষয় হইল সাবাহাত[১] ও মালাহাতের[২] অর্থ কি? আমাদের নবী মোহাম্মদ স. ও হজরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ. ইহার ধারক ছিলেন, না তাঁহারা উহা একত্রিত করান? ইহার জবাব এই যে, সাবাহাত ও মালাহাতের দ্বারা ঐ সাবাহাত ও মালাহাত বুঝানো হইয়াছে, যে সম্পর্কে নবী করীম স. এরশাদ করিয়াছেন "আমার ভাই ইউসুফ সাবীহ্ ছিলেন এবং আমি মালীহ।" তিনি স. মালাহাতকে নিজের সহিত এবং সাবাহাতকে হজরত ইউসুফ আ. এর সহিত সম্পর্কিত করিয়াছেন। এই মালাহাত তিনি হজরত খলীলুল্লাহ আ. হইতে লাভ করিয়াছেন। যদি কোন খাদেম খেদমতের দ্বারা তাহার সৌন্দর্যবান মনিবের সুন্দর কাজগুলিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে, তবে এই সৌন্দর্যের অধিকারী ব্যক্তির দোষ কি? আর সুন্দরভাবে খেদমত করাতেও ক্ষতি কি? খাদেমদের মনিবের খেদমত করার মধ্যেই তো মনিবের সম্মান প্রকাশ পায় এবং তাহার উচ্চ মর্তবার সন্ধান পাওয়া যায়। যে মনিবের কাছে তাহার খেদমত ও সাহায্যের জন্য কোন খাদেম থাকে না, তাহার অবস্থা তো ঐ বাদশাহের মত যাহার প্রাচুর্য আছে, কিন্তু তাহার নিকট কোন ফৌজ বা লশকর নাই।

---

১. চোখ ধাঁধানো সৌন্দর্য। ২. চিত্তজ্ঞয়ী লাবণ্য।

সুব্‌হানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি! যদি কেহ হাজারও গুণের অধিকারী হন, আর তিনি যদি এতো গুণধারী হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যতঃ একটি দোষের অধিকারী হন, তখন এক ধরনের লোক তাহাদের স্বভাব অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির একটি দোষের কারণে তাহার হাজার গুণাবলীকে আস্তা কুড়ে নিক্ষেপ করে এবং তাহার দোষত্রুটি বর্ণনায় লিপ্ত হয়। আর তাহারা ইহাও জানে না যে, ঐ ত্রুটিটি আসলে ত্রুটি নয়। বরং উহা জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এইরূপ কথা, যাহার বাহ্যিক অর্থ অন্যরূপ কিতাব, সুন্নত ও মাশায়েখে তরিকতের কথার মধ্যে অনেক আছে। ইসলামে ইহা প্রথম ঘটনা নয়। এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ঐ ব্যক্তি যিন্দিক, যে নিজেকে নবী হইতে উৎকৃষ্ট ও উত্তম মনে করে এবং নবী আ.কে কোন কাজে তাহার অনুসারী মনে করে। হকতায়ালা সুবহানাহু ইহাদের প্রতি ইনসাফ করুন।

করেনা উচ্চারণ রুমী কুফরীর বাণী;
কুফরী বালা দেয় তারে এনকার আনি।

আমি সন্দিগ্ধ ব্যক্তিটিকে বন্ধু মনে করি এবং কবুলকারী হিসাবে খেয়াল করি। সে ব্যক্তি অস্বীকার করার সাহস কি করিয়া পাইল এবং কি করিয়া গোমরাহীর রাস্তা গ্রহণ করিল? আর যে প্রশ্ন শত্রুতাবশতঃ করা হয়, উহা জবাবের যোগ্য নয়। কিন্তু তুমি যেহেতু আমাদের সহিত সম্পর্কিত, সেই জন্য ইহার জবাব দেওয়া হইল। আল্লাহ্ সুবহানুহু সত্য কথার এলহাম প্রদানকারী এবং তাঁহার দিকেই প্রত্যাবর্তনের স্থান।

মুকাশিফা–সাতাশ

মুহ্তারাম! হাদীসে কুদসীতে আছে, "সৃষ্টিজগত আমার পরিবার।" যখন সমস্ত মখলুকাত তাঁহার পরিবার, তখন তাহাদের প্রতি এহসান[১] করা মাওলা জাল্লা শানুহুর কতই না সন্তুষ্টির কারণ। কেননা ইহা আল্লাহ্তায়ালার পরিবারের প্রতি এহসান স্বরূপ। আর এইজন্য কথিত আছে যে, তোমাদের বুজর্গ পিতামহ হজরত শায়েখ কাদ্দাসা সিররুহু মখলুকাতের প্রতি তাঁহার এই কামালে শফকত[২] ও মেহেরবানির কারণে, দোয়া করিতেন, "ইয়া আল্লাহ! আপনি আমার শরীরকে

১. অনুগ্রহ। ২. পূর্ণ দয়ার্দ্রতা।

এমন মোটা-তাজা বানাইয়া দিন, যাহাতে সমস্ত দোজখ পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং কোন গোনাহ্গারের স্থান যেন সেখানে সংকুলান না হয়। আর যেন কোন গোনাহ্গারকে শাস্তি না দেওয়া হয়।" আর কথা আছে, "সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির কারণ।" হজরত শায়েখের সন্তান-সন্ততিদের নিকট ইহা কাম্য। তোমরা নিশ্চিতরূপে জান যে, তাঁহার আগমন ফকীরদের জন্য সত্যিই খুশীর ব্যাপার। হক সুবহানুহু তায়ালা আপনাকে সন্তুষ্ট রাখুন এবং বুজর্গ পিতা-পিতামহের তরিকার উপর সুদৃঢ় থাকার তৌফিক এনায়েত করুন (আমিন)।

মুকাশিফা– আটাশ

জানিয়া রাখ! এই দুনিয়া আমলের স্থান, ইহা আরাম আয়েশের ঘর নয়। তোমার উচিত যথাসাধ্য চেষ্টার দ্বারা আমলে লিপ্ত থাকা। তুমি তোমার আরাম-আয়েশকে দূরে সরাইয়া রাখিবে। তোমার জবানকে সদাসর্বদা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জিকিরের দ্বারা ব্যস্ত রাখিবে। আর কোন সময়ই জিকির ব্যতীত অতিবাহিত করিবে না। আরও জানিয়া রাখ, অন্তরের সহিত মুখের জিকির গোপনভাবে করিবে। যদি সম্ভব হয়, তবে এই কলেমার জিকির প্রত্যহ পাঁচ হাজার বারের কম করিবে না। আর যত বেশী সম্ভব করিতে পার, কোন আপত্তি নাই। অলসতাকে শত্রুসম জ্ঞান করিবে। আমল করা চাই! আমল করা চাই! আমল করা চাই!!!

মুকাশিফা-ঊনত্রিশ

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, এই সৃষ্টিজগতের স্রষ্টা হইলেন হক সুবহানাহু। আর তিনিই উহাকে স্থিতিশীল রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ চিরস্থায়ী ব্যাপারের সম্পর্ক হইল, আখেরাতের অনন্ত শান্তি ও শাস্তির সহিত। যে সম্পর্কে সত্য সংবাদদাতা রসুলুল্লাহ স. সংবাদ দিয়াছেন। জাহেরী আলেমগণ এই সৃষ্টিজগতকে মওজুদে খারেজী[১] হিসাবে

১. বাহিরে অবস্থিত

জানেন এবং আছারে খারেজী[১] বলিয়া মনে করেন। আর সুফিগণ এই আলমকে মাওহুম[২] হিসাবে মনে করেন এবং ধারণা ও অনুভূতি ব্যতিরেকে ইহাকে জানার কোন পন্থা নাই বলিয়া অনুমান করেন। আর সে কল্পনা এইরূপ নহে যে, উহা কেবলমাত্র ধারণার দ্বারাই সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার ফলে ধারণা শেষ হওয়ার সাথে সাথে উহারও পরিসমাপ্তি ঘটিবে। আসল ব্যাপার আদৌ এইরূপ নয়। বরং মহান রব্বুল আলামীনের সৃষ্টির কারণ খুবই মজবুত ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি ধারণার মধ্যে স্থিতিশীলতা পয়দা করিয়াছেন, যাহার ফলে উহা মওজুদের[৩] হুকুম এখতিয়ার[৪] করিয়াছে। ঐ সমস্ত বুজর্গদের অভিমত এই যে, খারিজের[৫] মধ্যে কেবল হক সুবহানাহু তা'য়ালা মওজুদ[৬] আছেন। আর আলমের স্থিতিশীল হওয়ার ধারণা কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই এবং বাহিরে উহার স্থিতি কল্পনাপ্রসূত বৈ আর কিছুই নয়।

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের বাণী— আল্লাহর জন্য বুলন্দ[৭] মেছাল[৮] আছে। মওজুদে হাকিকী[৯] জাল্লা শানুহু এবং মওহুমে–খারেজীর[১০] উদাহরণ হইল নকতায়ে-জাওওয়ালার[১১] ন্যায়। আর এই বিন্দুটি দ্রুতগতিতে ঘূর্ণনের কারণে যে বৃত্তটির সৃষ্টি হয়, এই কল্পিত বৃত্তটি ধারণার মধ্যে স্থিতির সৃষ্টি করে। অবশ্য প্রকৃতপ্রস্তাবে বৃত্তটির ধারণা কল্পনাপ্রসূত মাত্র। অন্যথায়, কেবল ঐ বিন্দুটিই মওজুদ।

মাশুকের গোপন ভেদ-এমন মেছাল
যেনো উহা অন্যকিছু-অপরের হাল

বস্তুতঃ আলম[১২] হইল অপ্রকৃত বস্তুর সমন্বয় মাত্র, তম্মধ্যে প্রকৃত স্থিতিশীল বস্তুর কোন সম্পর্ক নাই। আর উহার সম্পর্ক হইল জাতে মওহুবের[১৩] সহিত। পূর্ণ আরিফ[১৪] এই মারেফাতই[১৫] পেশ করেন এবং উহাকে পূর্বশর্ত হিসাবে স্থাপন করেন। আর এই জাতে মওহুবের বেঁ-চুনী হইতে কোন অংশ লাভ হইবে না। যেমন এ সম্পর্কে আলোচনা অন্য মকতুবে করা হইয়াছে। আর যখন বেঁ-চুনরি সহিত সম্পর্ক স্থাপন করে; জ্ঞান ও দর্শনের বাহিরে যায় এবং বুদ্ধি ও ধারণার বহির্ভূত কাজ করে; তখন শুভবুদ্ধি যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছুই লাভ করিতে সক্ষম হয় না। বরং যত দ্রুতই সে ধাবিত হইয়া যত দূরেই যাক না কেন, কোন কিছুরই সে সন্ধান পাইবে না। কেবল পাইবে ছুম্মাল অরা, আল-অরা[১৬]। জওহরীয়াত[১৭] ও ইমকান[১৮] হওয়া সত্ত্বেও, তন্মধ্যে ঐ হুকুম অবশিষ্ট নাই। উহা নিস্তীর[১৯] হুকুম ব্যতীত অন্য কোন হুকুম কবুল করে না।

১. বাহিরের প্রভাবের ফলশ্রুতি, ২. কাল্পনিক। ৩. স্থিতিশীল থাকার। ৪. গ্রহণ। ৫. বাহিরের। ৬. অবশিষ্ট। ৭. সুউচ্চ। ৮. সদৃশ, উদাহরণ। ৯. মহান আল্লাহর প্রকৃত অবস্থান। ১০. কল্পনায় কোন কিছুর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা করা। ১১. সঞ্চারিত বিন্দু। ১২. সৃষ্টি জগত। ১৩. নিছক-জাত আল্লাহতায়ালা। ১৪. আল্লাহর পরিচয় লাভকারী। ১৫. আল্লাহ পরিচিতি। ১৬. পরে আরও পরে। ১৭. দূরে আরও দূরে (অভিষ্ট বস্তু) ১৮. সম্ভাব্য ১৯. অস্তিত্ব হীনতা, শূন্যতা।

ISBN
984-70240-0021-7